step UP

Women ♀ Girls

The (in)Visible Force of Resilience

13 October 2012 - International Day for Disaster Reduction

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২

১৩ অক্টোবর, ২০১২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক কারিগরি সহযোগিতা ও প্রকাশনায়: কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) ফেজ-২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রথাগত দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি হ্রাস, সাড়া প্রদান ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনকে গ্রহণযোগ্য ও মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, সিডিএমপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিডিএমপি-২-এর কার্যক্রম ছয়টি আন্ত:সম্পর্কিত আউটকাম এরিয়া দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। আউটকাম এরিয়াগুলো হলো: জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রকারের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস, কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের মাধ্যমে নগর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস, সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়ন, ১৩ টি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম উন্নততর দুর্যোগ-সহনশীল করা, যা আপদের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশের দুর্যোগ মানচিত্র

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people · European Union · NORWEGIAN EMBASSY · Sida · Australian AID · UNDP Empowered lives. Resilient nations.

ইতিহাস কথা কয়

১২ নভেম্বর ১৯৭০, চট্টগ্রাম নোয়াখালী খুলনাসহ সমুদ্র উপকূলে ও দ্বীপাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায় বহু লোকালয়। প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু। ফটো : সংগৃহীত

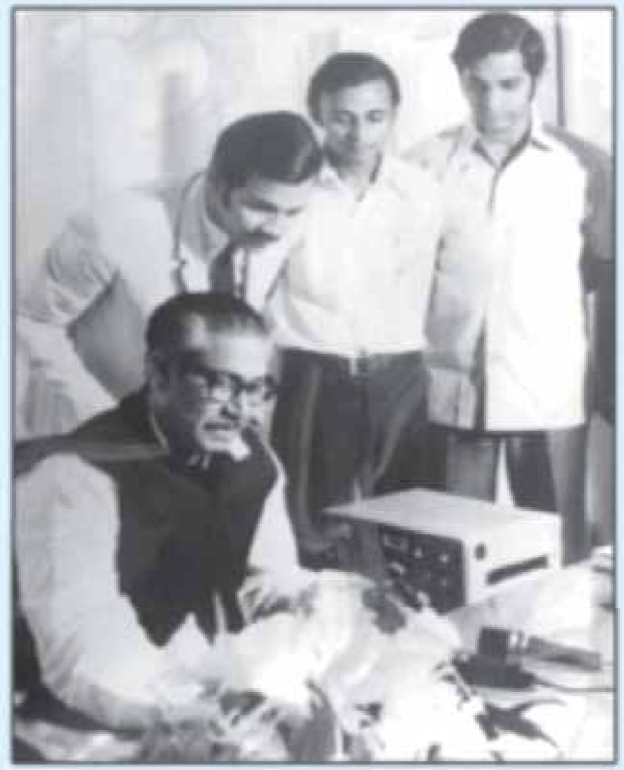

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৩ সালে ১ জুলাই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম উদ্বোধন (সিপিপি), ফটো: সংগৃহীত

ফিরে দেখা

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায়
দুর্যোগ প্রশমনে স্থাপিত কেল্লা ও বাঁধের খন্ড চিত্র**

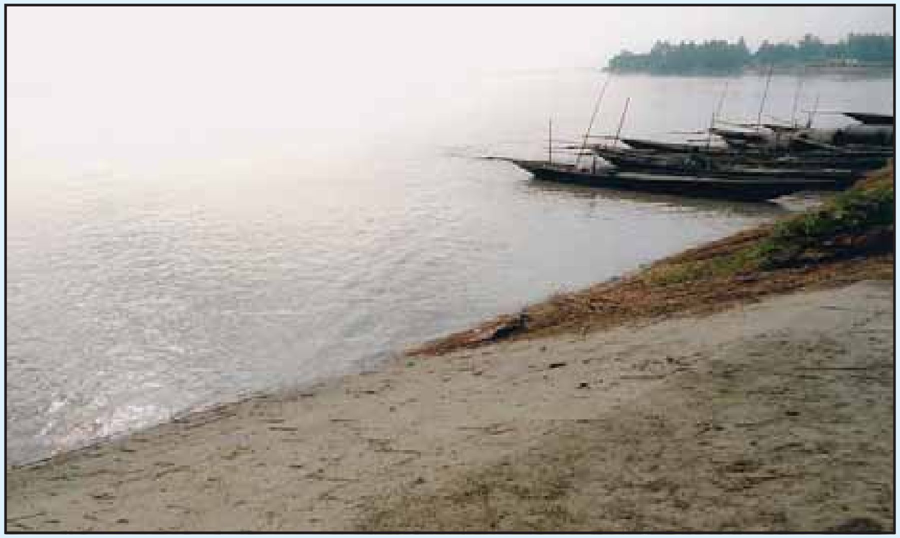

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় যমুনা ও হুরা সাগরের পাড় দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত মুজিব বাঁধ (নির্মাণ সাল ১৯৭২-৭৩)

পাবনা জেলার ফরিদপুরের ডেমরা পয়েন্টে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত মুজিব বাঁধ (নির্মাণ সাল ১৯৭২-৭৩)

উ: জগদানন্দ, ধানসিঁড়ি, কবিরহাট, নোয়াখালীতে নির্মিত মুজিব কেল্লা (নির্মাণ সাল ১৯৭২-৭৩)

পশ্চিম চরমজিদ, পূর্ব চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে দুর্যোগকালে পশুর আশ্রয়ের জন্য নির্মিত পশু কেল্লা (নির্মাণ সাল ১৯৭২-৭৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ আশ্বিন ১৪১৯
১৩ অক্টোবর ২০১২

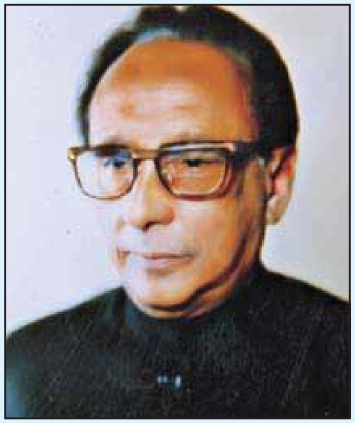

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হয় বাংলাদেশকে। এতে জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসহ অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিককালে আমাদের 'আইলা' ও 'সিডর'-এর মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করতে হয়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার জীব বৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। পরিবেশ হয়েছে বিপন্ন।

বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই তারা টিকে রয়েছে এ ভূখণ্ডে। তারপরও দুর্যোগকালীন মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধরাই সবচে' ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির শিকার হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তারাই যে কোন পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরে, দুর্যোগোত্তর নতুন করে সংসার গড়ে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য, 'দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী' যথার্থ হয়েছে।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪১৯
১৩ অক্টোবর ২০১২

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০১২ ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর প্রচ্ছন্ন অংশ গ্রহণের কারণে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন হয়। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আমরা Standing Orders on Disaster প্রণয়ন করি। ২০১০ সালে এটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

এ ছাড়া আমরা National Plan for Disaster Management 2010-2015 এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছি।

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২’ প্রণয়ন করেছি।

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে এবং চলমান কার্যক্রমে নারীর অংশ গ্রহণ আরও নিশ্চিত হবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ ১৩ অক্টোবর ২০১২ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দিবসটি পালন করছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে,

"দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি
সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী"।

এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশের নারীরা সহনশীলতার প্রতীক। নারীরা যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজ পরিবারকে প্রস্তুত করে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নিজ পরিবারসহ পুরো সমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করে। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এ প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীদের অসামান্য অবদানকে সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে জাতিসংঘ কর্তৃক এমতো প্রতিপাদ্য নির্ধারণ অত্যন্ত সময়োপযোগী।

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও মানবসৃষ্ট আপদের কারণে বাংলদেশ পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাব। আমাদের দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতাসহ অনেক ধরণের আপদও হুমকির সম্মুখীন। ভূমিকম্পের ঝুঁকি সেও এক ভয়াবহ আশঙ্কা। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে আমরা ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছি। আর দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে আমরা আমাদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে নিরলসভাবে সংগ্রামও করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা জীবন, জীবিকা এবং বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

ত্রাণ ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে একটি সমন্বিত দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থায় রূপান্তর করার আমাদের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দুর্যোগসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কমিউনিটির সহনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। আর এ কারণে প্রচলিত নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি পরিবর্তনসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ, নানাবিধ উদ্ভাবনীসহ কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বিভিন্ন দেশে আমাদের কোন কোন পদক্ষেপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও প্রতিনিয়তই আমাদের দুর্যোগ বিষয়ে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দুর্যোগে সবাই আক্রান্ত হয়। তাই এর প্রশমনে সকলকেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে। আমি দেশবাসী, সরকারি কর্মচারী, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতকে জাতীয় দুর্যোগ সহনশীলতার কর্মযজ্ঞে সরকারের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগে প্রাণ হারানো ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আজকের দিনে জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ আয়োজনের সাথে স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশকে সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২-এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী)

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৩ অক্টোবর ২০১২, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এবার দেশব্যাপী বিশাল আকারে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে, "দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী"।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এদেশে দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বহুলাংশে বেড়ে গেছে। ফলে আমাদের কষ্টার্জিত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে যে কোন বড় ধরণের দুর্যোগই জীবন ও সম্পদ হানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্যোগ বিষয়ে মনোবল ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমেই আমরা এসব দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারি। এ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা দেশের সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও নির্গমন অনুশীলন কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ ঝুঁকি গ্রাস ও করণীয় বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট, অনার্স, মাস্টার্স, ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশ জুড়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১২ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১২-এর উদ্‌যাপন সুন্দর ও সফল হোক।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ)

অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এমপি
প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ অক্টোবর, ২০১২

বাণী

আজ ১৩ অক্টোবর ২০১২ আর্ন্তজাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হচ্ছে, জেনে আমি আনন্দিত । দিবস উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী" যা সমন্বিত ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে সময় উপযোগী ।

ঐক্য এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই সকলকে এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে । ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে একটা টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিল্ডিং কোড সময় উপযোগী সংস্কার করে দুর্যোগ সহনশীল ও টেকসই নির্মাণ কাজ সম্পাদনে ইতোমধ্যেই প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে । এ বিষয়ে দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন ও তার যথাযথ প্রয়োগে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি । আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ সামগ্রিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করে । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, পাহাড় ধসসহ নানাবিধ দুর্যোগ আমাদের জীবন ও জীবিকাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে । ঘনবসতি পূর্ণ এ দেশে যে কোন দুর্যোগই জীবন ও সম্পদ হানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, প্রস্তুতির মাধ্যমেই আমরা এসব দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারি । এ লক্ষ্যেই গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে । আমি বাংলাদেশের সকলকেই বিল্ডিং কোড -এর নিয়ম-কানুন মেনে গৃহ, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আহবান জানাচ্ছি । এতে করে অগ্নিকান্ড এবং ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস । দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সহায়ক শক্তি হিসেবে নারীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে একটি দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গড়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । দিবস উদ্‌যাপনে দেশ জুড়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি ক্রোড়পত্র এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত জনকল্যাণকর ও দেশ গঠনমূলক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি এবং অধিক দায়িত্ব নিয়ে করণীয় কাজ সম্পাদনে ব্রতী হবো ।

পরিশেষে, আন্তজার্তিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২ -এর উদ্‌যাপনের লক্ষ্য অর্জনে পরিপূর্ণ সফলতা কামনা করি ।

(অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান)

ড. এম আসলাম আলম
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণে দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২' উদযাপিত হচ্ছে। UNISDR -এর সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: 'দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী'। অতি সম্প্রতি জারী হওয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ -এর প্রেক্ষাপটে এই বৎসরের দিবস উদ্‌যাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যাপক সচেতনতা ও প্রস্তুতি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে বালিকা ও নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ বছরের প্রতিপাদ্যটির মাধ্যমে দেশের লাখো নারীর নিজের পরিবার ও সমাজকে দুর্যোগ সহনশীল করার অসামান্য অবদানের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। আমরা দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নারীদের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী অবদানকে স্বীকৃতি দিতে চাই যা লিঙ্গ বৈষম্যমূলক ধ্যান-ধারণার কারণে সকলের অগোচরে থাকে। আমরা নারী ও বালিকাদের শুধু দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে না দেখে উত্তরণের শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে চাই। কারণ যুগে যুগে নারী ও বালিকারা পরিবার ও সমাজ গঠনে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী স্কুলগুলোতে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশের সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভূমিকম্পে করণীয় সংক্রান্ত মহড়া চলমান রয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিডিএমপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার উদ্দেশ্য দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রমকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ অব্যাহত রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রথমবারের মতো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা' প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নগর পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র ও কনটিনজেন্সি প্ল্যান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কর্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে ১৪ হাজার নগর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব স্বেচ্ছাসেবকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী।

পরিশেষে, বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের সাথে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য আমি দেশের সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নারী, পুরুষ, যুবা, বালিকা, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী সকলের অংশগ্রহণে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২' -এর কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিত হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(ড. এম আসলাম আলম)

UN Resident Coordinator
Bangladesh

MESSAGE

The annual observance of the International Day for Disaster Reduction offers an unparalleled opportunity for the world to focus its attention on raising awareness of how people and communities are taking actions to reduce their disaster risks. This year's theme: Women and Girls - the [In] Visible Force of Resilience is particularly meaningful for Bangladesh. Though they are disproportionately vulnerable to the impact of natural disasters, it must be recognized that women and girls have an important role to play as the champions of ideas and change. Women and girls must be fully empowered to contribute to sustainable development through disaster risk reduction, particularly in the areas of environmental and natural resource management, governance, and social and economic planning - the key drivers of disaster risk. In his message commemorating the International Day for Disaster Reduction, the UN Secretary General emphasized that disaster risk reduction should be a priority concern for all people and that we must invest today for a safer tomorrow. This year is significant for Bangladesh as the country has approved its Disaster Management Act along with critical reforms to its disaster response architecture, which takes the country a long way towards strengthening transformational change with the most effective national capacities for disaster risk reduction. I am very pleased to note that since Bangladesh's independence, the UN System has worked closely with the Government of Bangladesh, NGOs, civil society bodies and other stakeholders in disaster management endeavors.

Women and girls are activists, law-makers, social workers, role models, community leaders, teachers, and mothers. They play a critical and invaluable role in ensuring community resilience and contribute to the mitigation of disaster impacts. Women must be fully engaged in policy, planning and implementation processes. On this International Day, the strategy calls for the full participation of women and girls--half of the population to harness their full strength and potential in the cycle of disaster management systems. We urge government, nongovernment and civil society bodies to create an enabling environment for women's participation in decision-making processes from local to national level and to enforce gender and social inclusion in disaster risk reduction initiatives. The United Nations agencies and their partners are strongly committed to carrying out this strategy by bringing people and expertise together in the search for solutions to make difference towards ensuring women and girls as the visible force of resilience.

(Neal Walker)

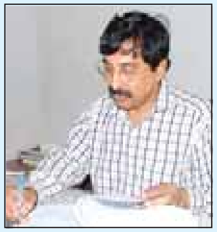

আহ্বায়কের কিছু কথা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপনকে কেন্দ্র করে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ উদ্যোগ এবারই প্রথম। স্মরণিকার প্রারম্ভিকেই ইতিহাসের ভাণ্ডার থেকে 'দুর্যোগ ভাবনায় বঙ্গবন্ধু'র দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট দুটি ছবি এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সে সময়ে দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কাজের পরিচায়ক অংশ, মুজিব কেল্লা ও মুজিব বাঁধের স্থিরচিত্র ও তথ্য উৎকীর্ণ করে জাতির পিতার উদ্দেশ্য নিবেদিত হয়েছে আমাদের স্মৃতিচারণ ও গভীর শ্রদ্ধা। এই স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি, সম্মানিত মন্ত্রীবর্গ, সচিব এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি বাণী দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মূল্যবান দিক-নির্দেশনা পেয়ে প্রচ্ছদসহ আমাদের প্রকাশনা কর্মকাণ্ড প্রণীত হয়েছে। সম্মানিত সচিব ড. এম আসলাম আলম সভা করে প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন, তাগিদ সৃষ্টি করেছেন। এ স্মরণিকা প্রকাশে সার্বিক দিক নির্দেশনা দানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, আবুল হাসান মাহমুদ আলী এবং সচিব, ড. এম আসলাম আলমসহ অন্য সকলের প্রতি স্মরণিকা প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ড. মাহবুবা নাসরীন তাঁর রচিত প্রবন্ধ দিয়ে প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতা নির্ধারণ করে প্রকাশ উপযোগী রচনা ও অঙ্কিত চিত্র, জেলাপর্যায়ে নির্বাচিত প্রথম স্থান অধিকারীদের তথ্য প্রেরণ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি আমাদের কাজকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রচনা ও চিত্রাঙ্কন উপ-কমিটি তা' এ কমিটির নিকট প্রেরণ করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। বিগত বছরে এ দিবস উদ্‌যাপনের তথ্যচিত্র, এ দিবসের ইতিকথা ও বাংলাদেশে তা উদ্‌যাপন, ২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ এ তিন অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কর্মাদির সংক্ষিপ্ত তথ্য সম্ভার এবং দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি ও উপ-কমিটিসমূহের গঠন সম্পৃক্ত তথ্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে মুদ্রিত হয়েছে। সিপিপি'র যে সকল অকুতোভয় সেচ্ছাসেবক বিগত দিনের দুর্যোগকালীন সময়ে মানবিকবোধে ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করেছেন, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁদের নাম, ঠিকানাদিও মুদ্রণ করেছি এই ছোট প্রকাশনাটিতে। ফটো গ্যালারি সংযোজনে সিডিএমপি'র কর্মকর্তাবৃন্দ আন্তরিকভাবে পাশে থেকেছেন পূর্বাপর।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সাধের পরিসীমাকে সংবদ্ধ করতে গিয়ে এখানে কিছু ত্রুটি থেকে যেতেই পারে, কিন্তু এই প্রকাশনা যজ্ঞের সাথে সংযুক্ত সকলের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আপনাদের উদার বিবেচনায় সন্দেহমুক্ত থাকবে বলেই আশা করি। স্মরণিকা উপ-কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ প্রকাশনা কাজে সহযোগিতা করেছেন। তবে উদ্যোগী হয়ে গভীর আন্তরিকতায় যারা বেশী সহযোগিতা করেছেন তাদের নামোল্লেখ না করলে অন্যায় করা হয় বিধায় তাদের নামোচ্চারণ করা হলো। তারা হলেন এই উপ-কমিটির সদস্য-সচিব সহকারী প্রধান জনাব মো: মাজেদুর রহমান এবং সিডিএমপির যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ শায়লা শহীদ। তাদের সার্বক্ষণিক নিবিড়তায় নবোদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পাদনা সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগী হয়েছেন সিডিএমপি, প্রাক্তন ডিএমবি ও ডিআরআর এবং সিপিপির কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলাপর্যায়ের জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তথা জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ । কাগজের পৃষ্ঠায় কালির আঁচড়ে তাদের সকলের নামোল্লেখ করতে পারলে ভালো লাগতো । কিন্তু সুযোগের সীমাবদ্ধতায় এটা সম্ভব না হওয়ায় আমরা দুঃখিত । অফিসে টাইপের কাজে সক্রিয়ভাবে যার সহযোগিতা সার্বক্ষণিক ক্রিয়াশীল ছিল তিনি আমাদেরই সহকর্মী মুদ্রাক্ষরিক মো: জাহাঙ্গীর আলম । এছাড়া পূর্বাপর পাশে থেকে কর্মসম্পাদনে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তারিফুল ইসলাম খান, সিডিএমপি । মোট কথা, প্রকাশনাকে নানামুখী সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে সৃষ্টি হয়েছে এক সক্রিয় ও আন্তরিক বাতাবরণ যা সৃষ্টিকর্মে প্রাণের স্পন্দন এনেছে বলে মনে করি । পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এখানে একটি সূচিপত্রও যুক্ত হয়েছে । তবে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয় যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণসহ মন ও ভাবনায় ইতিবাচক দ্যোতনা সৃষ্টি করে তাহলে আমরা অতীব তৃপ্ত হবো । আরও অনেক তথ্য ও চিত্র দিয়ে সাজাবার ইচ্ছে ছিল প্রকাশনাটিকে, কিন্তু উৎস, প্রাপ্তি ও সীমিত সময়ের কারণে তা সম্ভব হয়নি । অনেক ক্ষেত্রেই সাধের সাথে সাধ্য অনুগামী হয় না । সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা সমন্বিতভাবে আসে না এবং সময় সংক্ষিপ্ততা প্রয়োজন ও তৃপ্তিকে পরিস্ফূটনে সুযোগ দেয় না । এ স্মরণিকা প্রকাশেও আমাদের সে ধরণের একটা অতৃপ্তি রয়েছে । প্রতিদিনের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এ স্মরণিকা প্রকাশের কাজটি যথাসময়ে শেষ করে প্রকাশনার্থে মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা কষ্টকর ছিল, তাই কিছু ভুল ও সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক । এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি । পাশপাশি মেধা, মনন, শ্রম, বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যসহ অন্য যারাই সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকেই জানাই সুস্নিগ্ধ শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন । মন্ত্রণালয়ের প্রথম স্মরণিকা প্রকাশের নবীন এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে এ ধরণের প্রকাশনা আরও সুগ্রথিত, সুসমন্বিত, প্রমাদ মুক্ত ও সুমুদ্রিত হয়ে লক্ষ্য অর্জনে নবোধ্যায় সৃষ্টি করবে, বিশ্বাস করি । শুরুর এ কষ্ট আগামীতে স্মরণিকা প্রকাশে ধারাবাহিক সফলতা উপহার দেবে এবং দুর্যোগ প্রশমনে প্রস্তুতি, মনোবল সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের পথযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করবে । এ আশা নিয়েই সকলের কল্যাণ ও এই বিশাল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি ।

(অসিত কুমার মুকুটমণি)

অতিরিক্ত সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ও

আহবায়ক

স্মরণিকা প্রকাশনা উপ-কমিটি

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর		পৃষ্ঠা
০১	ইতিহাস কথা কয়	০১
০২	ফিরে দেখা	০২
০৩	বাণী সমূহ	০৩-১৫
০৪	আহ্বায়কের কিছু কথা	১৭
০৫	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের ইতিকথা ও বাংলাদেশে উদ্‌যাপন—অসিত কুমার মুকুটমণি, মো: মাজেদুর রহমান ও শায়লা শহীদ	২১
০৬	দুর্যোগ প্রশমনে বাংলাদেশের নারী—ড. মাহবুবা নাসরীন	২৪
০৭	১৯৯১, ১৯৯৭ এবং ২০০৭ (সিডর) এর সময় কর্মরত অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়ে আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের তথ্যচিত্র	২৭
০৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ) এর বিগত তিন বছরের	৩১
	(২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) সমন্বিত কার্যক্রমে অর্জন ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	
০৯	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত **জাতীয় রচনা প্রতিযোগিতায়** প্রথমস্থান অধিকারীদের রচনা	
	কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী নাজিয়া আন্দালিব -এর রচনা	৪০
	স্কুল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী এসএম সাব্বির শেখ -এর রচনা	৪৩
১০	"দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক আয়োজিত **জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়** প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের চিত্রসমূহ	৪৬
১১	"দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক আয়োজিত **জাতীয় রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়** বিজয়ীদের তালিকা	৪৮
১২	"দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক আয়োজিত **জেলা পর্যায়ে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগতায়** প্রথম স্থান অধিকারীর তালিকা	৫১
১৩	সার্কভুক্ত দেশসমূহের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০১২ সনে আয়োজিত "Women and Girls: The [in]Visible Force of Resilience"	৫২
	শীর্ষক রচনা প্রতিযোগতায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত তৃতীয় স্থান অধিকারীর রচনা	
১৪	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২ কর্মসূচি, কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহ	৫৬
১৫	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১১ উদ্‌যাপন প্রতিবেদন	৬০
১৬	দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম	৭১

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের ইতিকথা ও বাংলাদেশে উদ্‌যাপন

অসিত কুমার মুকুটমণি, মো: মাজেদুর রহমান ও শায়লা শহীদ

ইতিহাসের আশ্রয়ে থাকে সবকিছুই। আড়াল থেকে সামনে আসলেই বিমূর্ত হয়ে উঠে এক বিশাল ভুবন। এ দিবসেরও ইতিহাস আছে, ইতিবৃত্ত আছে। নানাবিধ পথ পরিক্রমা ও ধারাবাহিকতার কথকতা উন্মোচিত হলেই প্রতিভাত হবে এর বিবর্তনী রূপ। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারীদের সম্পৃক্ত করে পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা দিবসটি পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৮৯-এর ২২ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ৪৪/২৩৬ নং রেজুলেশনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দিবসের জন্ম হয়। প্রতি বছর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের বুধবার আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দিবসটি বিশ্বজুড়ে পালিত হবে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরিবর্তিত ভাবনায় ২১ ডিসেম্বর ২০০৯-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ৬৪/২০০ নং কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রতি বছর অক্টোবরের ১৩ তারিখ দিবসটি পালনের জন্য পুন: সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ হতে ৯৯ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দশক প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার হিসেবে পালিত হয়েছে।

১৯৯২ সনের জুনে ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রি সম্মেলনে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি অধিকতর সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫ সনে জাতিসংঘের পক্ষ হতে আগত শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই নগর এলাকায় দুর্যোগ প্রশমনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৪ সনে জাপানের ইয়োকোহামা শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ইয়োকোহামা স্ট্র্যাটেজী বা কৌশল এবং একটি নিরাপদ বিশ্বের জন্য কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৯৬-এর ১৪ জুন জাতিসংঘ কর্তৃক ২য় বিশ্ব বসতি সম্মেলনে 'মানব বসতি ও স্থাপনার ইস্তাম্বুল ঘোষণা' গৃহীত হয়, যেটি সকল মানুষের যথাযথ আবাসস্থলের অধিকার এবং সকলের জন্য একটি নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৯৭ তে জাতিসংঘ কর্তৃক আগাম সতর্কবার্তা কর্মসূচির আওতায় খরা সহ আবহাওয়া সম্পর্কিত আপদের (Hydro Meteorological Hazards) ক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বরে পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা (Early Warning System) সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে গত এক দশক ব্যাপী আন্তর্জাতিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন সম্মেলনের সুপারিশমালা সন্নিবেশিত করা হয়। ১৯৯৯ সনের ১৭-১৯ জুন ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক সম্মেলনে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে প্যারিস ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৯৯-এর ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ৪৬/১৬২ নং রেজুলেশন অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বব্যাপী সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান জানানো হয়। পাশাপাশি সমন্বিত আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন, দারিদ্র এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা করার উদ্দেশে সহায়তার জন্য জেনেভায় জাতিসংঘ অফিসে ইউএনআইএসডিআর-এর নিবিড় তত্বাবধানে একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) -এর উদ্যোগে জেনেভা-তে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ২০০০ হতেই আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার পালন করা হতো। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং-১(২৩)/২০০২-মপবি (সাধারণ) /৩৩০ তাং-১৭.০২.২০০২ এর ৩ (গ)-এর নির্দেশানুযায়ী দিবসটিকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশে তা আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার পালিত হওয়া শুরু হয় যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস হিসেবে গণ্য হয়। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের ইতোমধ্যেই ২৪ বছর অতিবাহিত হলো। বাংলাদেশেসহ দুর্যোগ আক্রান্ত সকল দেশেই দিবসটি গুরুত্বসহ পালিত হয়। এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে ১২ অক্টোবর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যদিও বাংলাদেশে তা পূর্ব সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩ অক্টোবরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এদিকে ২০০০ সন থেকে যে সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করা হয়েছে তা এখন দেখে নেয়া যাক। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল উদ্যোগের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ নিশ্চিত করে যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদী

দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করা এবং সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে জেন্ডার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়াকে মূলধারাকরণ করাকেই হবে দিবসটি উদযাপনের সফলতা। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর সম্পৃক্ততা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিক কর্মপর্যায় ২০০০ সন থেকেই শুরু হয়ে যায়। তাই প্রতিপাদ্যের বিষয়েও প্রতি বছর কিছু পরিবর্তন এসেছে যা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে প্রতিভাত। ২০০০ সনের প্রতিপাদ্যে দুর্যোগ প্রশমনে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও যুব শক্তিকে একত্রে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়। ২০০১ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে UNISDR-এর সহায়তায় তুরস্কের আঙ্কারায় বিশেষজ্ঞ গ্রুপ সভায় জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ২০০২ সনে জোহানেসবার্গে জাতিসংঘের ৪৬তম সভায় একটি নীতিমালার মাধ্যমে নারীদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পূর্ণ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারকে তাগিদ দেওয়া হয়। ২০০৪-এ হাওয়াইয়ের হোনোলুলু বৈঠকে জেন্ডার এবং দুর্যোগ বিষয়ক উৎসবুক (রেফারেন্স বুক) তৈরীতে একমত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনের আহবান জানানো হয়। ২০০৫ সনে জাতিসংঘের ৪৯তম অধিবেশনে বিশ্বের সকল দেশে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার সকল স্তরে এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সনেই জাপানের কোবে শহরে অনুষ্ঠিত সভায় ১৬৮টি দেশের সরকার দুর্যোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ "হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন"-এ স্বাক্ষর করে সম্মত হয় যে, অন্যান্য আন্তর্জাতিক নীতি পরিকাঠামোর মধ্যেও দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য ৫টি ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গৃহীত হবে। ২০০৬-এ জাতিসংঘের ৬১ তম অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অবহেলার ধরণ এবং নারীদের বিশেষ ভূমিকা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৭ সালে স্টকহোমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আয়োজিত সভায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্যোগ বিপদাপন্নতা এবং দারিদ্র হ্রাসে নারী সম্পৃক্ত কর্মের স্বীকৃতি প্রদান ও নারী নেতৃত্ব উন্নয়নে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৮-এ তৃতীয় আন্তর্জাতিক নারী বিষয়ক কংগ্রেসের 'ম্যানিলা ঘোষণায়' বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ২৫০টি দেশ ১২টি ঘোষণায় স্বাক্ষর দেয় এবং দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথাযথ বাজেট বরাদ্দের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০৯-এ বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত সভায় জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে মূল স্রোতধারায় আনয়নে রাজনৈতিক অংগীকারকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০১১ সনে তৃতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব মঞ্চ (গ্লোবাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন) উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীল ইস্যু সামনে এনে হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক অব এ্যাকশন-এর বাস্তবায়ন তরান্বিত ও মূলধারাকরণে তাগিদ দেয়া এবং সামাজিক নেতৃত্ব ও পরিবর্তনে নারীকে অগ্রণী বিবেচনা করে জেন্ডার সহনশীল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতাকে বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বের ৫২% (যাদের বেশির ভাগ দুর্যোগাক্রান্ত) নারী ও মেয়ে শিশুদের পুরো প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া ও ক্ষমতায়ন করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের উপরে জোর দেয়া হয়। নেপোলিয়ানের ভাষায় বলা যায় "Give me a good Mother, I will give you a good Nation". অথবা প্রবাদের কথায় "যদি তুমি একজন মানুষকে শিক্ষিত করো, তাহলে তুমি একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করলে, কিন্তু যদি তুমি একজন নারীকে শিক্ষিত করো তাহলে তুমি একটি পরিবারকে (জাতিকে) শিক্ষিত করলে"-এতে পূর্বে উল্লেখিত কথার যথার্থতাই প্রমাণিত হয়। তাই নারীর কাজের স্বীকৃতি দেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি তাদের অংশগ্রহণ জরুরী বিবেচিত হয় তাহলেই নারীর পারিবারিক অভিযোজন ও ক্ষমতায়ন লক্ষ্যাভিসারী হবে এবং সম্ভব হবে একটি টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এ দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য ও শ্লোগানে প্রতি বছর কিছু পরিবর্তন আনা হয়ে থাকে যেন সকলকে সমন্বিত করে আন্তরিক ও সাহসী চেতনায় নিয়ে সম্মিলিতভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জীবনের অগ্রগতিমূলক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখা যায়। এ লক্ষ্যে ২০১১ সনে শিশু এবং যুবাকে কেন্দ্র করে প্রতিপাদ্য ছিল "ছাত্র শিক্ষক জনতা, এসো গড়ি দুর্যোগ সচেতনতা" এবং ২০১২ সনে নারী ও বালিকাকে সামনে এনে প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী"। ২০১৩ তে 'বয়স্ক জনগোষ্ঠী' ও ২০১৪ তে 'বিশেষভাবে অক্ষম' জনগণের উপর আলোকপাত করে প্রতিপাদ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, দুর্যোগ প্রশমন, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও টেকসই উন্নয়ন কেবল নারী এবং পুরুষের সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর কবিতা চরণ:

"কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী"।

এবং

"বিশ্বে যা' কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

নারী ও পুরুষের সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফলতার কথা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয় উক্ত ছত্রে ছত্রে। জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব বান কি মুন যথার্থই উচারণ করেছেন, "Vulnerability to disaster is growing faster than resilience. Disaster risk reduction should be an everyday concern for everybody. Let us all invest today for a safer tomorrow." বিশ্ব বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এই উক্তির মর্মকথা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের লক্ষ্যে এখনই এ বিষয়ে একটি সু-সমন্বিত দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ শুরু করে দেয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনে নারী-পুরুষে একত্রে কাজ করা এবং এগিয়ে যাওয়ার যে কোন বিকল্প নেই সেই বোধ জাগরণের অভিধাটি স্মরণ করিয়ে দেয় আজকে এই দিনে আয়োজিত দেশব্যাপী অনুষ্ঠান ও জাতীয় কবির কবিতা চরণ।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সন থেকেই জনগণকে দুর্যোগ সম্পর্কে অধিক সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৩১ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন শুরু হয়। কারণ আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণত মার্চের শেষ দিক থেকেই ঘটতে থাকে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসও পালিত হচ্ছে। তবে দিবস দুটি পালনের জন্য এ যাবত সরকারীভাবে কোন বাজেট বরাদ্দ নেই। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠান মিলে তা উদ্‌যাপন করা হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগের কারণে বিভিন্ন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিও পেয়েছে। সিপিপি'র (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি) সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলী একটা মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যে, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস সৃজনের বহু পূর্বেই জনকল্যাণের লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ -এর ১ জুলাই সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) বা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। সে সময় থেকেই স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, ড্রিল প্রভৃতি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রচলন করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে তিনিই পথিকৃত। তাঁর দূরদর্শী চিন্তা ও নির্দেশনায় তখন থেকেই দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সিপিপি'র কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও পুন: নির্মাণে অধিক গুরুত্ব প্রদানসহ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, মাটির কেল্লাও নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আজও অনেক বাঁধ মুজিব বাঁধ ও কেল্লাগুলি মুজিব কেল্লা নামে বিদ্যমান আছে। একই সাথে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সন থেকেই ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞের বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাজ তাই আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেই শুরু হয়েছিল।

বিশ্বের দেশগুলোর মতোই প্রতি বছরই সরকারী উদ্যোগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশেও ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন সংক্রান্ত তালিকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং-০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.৩১২.২০১০-৩৩১, তাং-১০/১০/২০১১ মাধ্যমে দিবসটিকে “গ” শ্রেণী থেকে “খ”শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। তাই সরকারি ও বে-সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে দিবসটি সমগ্র দেশব্যাপী উদযাপনের লক্ষ্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দিবসটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতেন মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। এবারই প্রথম দিবসটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সাড়ম্বরে উদ্বোধিত হতে যাচ্ছে। দুর্যোগ প্রশমনে করণীয় কার্যপরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে পুনরায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সৃজন করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ২০১২ সনের ১৩ অক্টোবর আয়োজিত আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদযাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই প্রথমবার দিবসটি উদ্বোধনের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের জন জাগরণে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে, সৃষ্টি হবে একটি নবতর ইতিহাস। সারাদেশে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতি এবং টেকসই উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সহায়তায় দুর্যোগ সহনশীল ও কার্যকর পরিকাঠামো নির্মাণে সৃষ্টি হবে একটি নবীন প্রেরণা ও অধ্যায়। এ কর্মযাত্রায় নারীসহ সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা জাতিকে নতুন পথ দেখাবে বলে আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। সেক্ষেত্রে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নে আজকের এই দিনটির অনুপ্রেরণা আমাদেরকে গভীরভাবে প্রাণিত করবে এবং সমাজ কাঠামোর সর্বস্তরে নারী উন্নয়ন ও অগ্রসরমানতায় গভীর সফলতা ও সার্থকতা উপহার দেবে, এটাই হোক আজকে আমাদের নিষ্ঠ প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার।

(সহায়িকা-ইন্টারনেট ও ডিএমবি ডেস্ক)

দুর্যোগ প্রশমনে বাংলাদেশের নারী

ড. মাহবুবা নাসরীন

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস

বাংলাদেশে দুর্যোগের ইতিহাস যত দীর্ঘ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস তত দীর্ঘ নয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল দেশকে 'সোনার বাংলায়' পরিণত করা। যেকোন দুর্যোগ প্রশমনে তাঁর ছিল আন্তরিক উদ্যোগ। সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিনি তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে মোকাবিলা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনিই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। উদাহরণস্বরূপ-১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় জীবন বিপর্যস্ত করেছিল, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার দুর্যোগাক্রান্তদের পুনর্বাসনের পরিবর্তে মেতেছিল তাদের বৈষম্যমূলক নিপীড়নের খেলায়, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বোধীন দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা-উত্তর নবীন সরকার সে সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি গঠনে পুনর্বাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনমূলক কাজ শুরু করছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দিতেই বর্তমান সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিরসনের উপর ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করেছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি, ঝুঁকি নিরসন ও সাড়াদান সংক্রান্ত বিষয়গুলো এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন এই দুটি বিষয়ের সাথেই কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতি জড়িত যা বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন— বন্যা, ঝড়, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও খরা দ্বারা প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে বলে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মতামত দিয়েছে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে বাংলাদেশের মানুষকে প্রতিনিহিত লড়াই করতে হয়। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশ উত্তরোত্তর পদক্ষেপ নিচ্ছে। সম্প্রতি সব কয়টি মন্ত্রণালয়ে 'জলবায়ু পরিবর্তন সেল' স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে এবং বেশ কিছু মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও স্থানীয়পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশল নির্ধারণ এবং অভিযোজনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২০০৮ সালে জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ঘোষণা করা হয়। এর অভিযোজনের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০ কোটি টাকা। এছাড়া সরকার এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan/BCCSAP) উন্মোচন করে। এই কর্ম পরিকল্পনা বিভিন্নপর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে, যাকে বলা হয়েছে একটি 'জীবন্ত দলিল' (Living Document) এবং এতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে। এতে আগামী ২০-২৫ বছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দেশের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সরকার সোচ্চার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তনকে সামনে রেখে তাদের নীতিমালাগুলো তৈরি করছেন বা সংশোধন করছেন। যেমন, জাতীয় কৃষি নীতিমালা, কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা, জাতীয় পানি নীতি, স্বাস্থ্য নীতি, শিল্প নীতি, খাদ্য নীতি, বন নীতি, পরিবেশ নীতি ইত্যাদি ২৩টি নীতিমালা পরিবর্তিত জলবায়ু ও অভিযোজন কর্মসূচির উপরে গুরুত্ব দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কৌশল (Digital ISD Action, 2009) কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সমান তালে এগুতে একুশ শতকের বাংলাদেশ যাতে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দুর্যোগ প্রশমনে নারী

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারী ও পুরুষের দুর্যোগসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ভিন্ন। কারণ সমাজে শিশুদের সামাজিকীকরণ হয় ছেলে বা মেয়ে হিসেবে, যা পরবর্তীতে তাদেরকে নারী বা পুরুষ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। গ্রামের নারী বেঁচে থাকার তাগিদেই দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে। আমাদের নারীরা বন্যা, খরা ও মঙ্গার মত দুর্যোগে খাদ্য সংগ্রহ এবং বিতরণ, সন্তান লালন পালন, পানীয় জল আহরণ, গবাদি পশুপাখির দেখাশোনা এবং পরিচিত পরিবেশ থেকে বিকল্প খাদ্য অনুসন্ধান করে বৈরী পরিবেশের সাথে অভিযোজনের সংগ্রামে সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে। এভাবেই আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের নারীরা দুর্যোগে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে থেকেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতিতে সহজাত সঞ্চয় প্রবণতা, দুর্যোগকালীন নারীর কর্মদক্ষতা এবং দুর্যোগ উপশমে নারীর সহমর্মিতা একটি জনগোষ্ঠীকে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

প্রবন্ধকারের দীর্ঘকালীন গবেষণালব্ধ (নাসরীন, ১৯৯৫; ২০০৮; ২০১০) তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, দুর্যোগের সাথে অভিযোজনের জন্য গ্রামীণ নারীরা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ফসল উত্তোলন পরবর্তী বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কার্যক্রম, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি চাষ, হস্তশিল্প ইত্যাদি আয়মূলক কাজ করে থাকে। নারীদের এসব কর্মকাণ্ডে মেয়ে শিশুরা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও নিজ সম্পদ বিক্রি, খাদ্যগ্রহণের ধরণ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীলতা, সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীলতা, পানীয় জল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে নারীরা দুর্যোগের সময় পরিবারের সদস্যদের সব ধরণের সহায়তা প্রদান করে থাকে। কিন্তু তাদের এ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না বরং তাদের নাজুকতা ও অসহায়ত্বকেই বেশি তুলে ধরা হয়। এর কারণ যেকোন দুর্যোগে বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় নারীকেই, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজের সন্ধানে পুরুষ যখন বাইরে চলে যায়- তখন গৃহভিত্তিক কাজ ও সন্তানের দায়িত্ব নারীকেই কাঁধে তুলে নিতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মা প্রথমে শিশুর বইগুলো রক্ষার চেষ্টা করে। নিজের নাজুকতাকে উপেক্ষা করে শিশুর খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য নারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। লোনা পানিতে ধান ও মাছ চাষ, কচুরিপানা, কখনো খাঁচার মধ্যে হাঁস-মুরগি পালন, বিভিন্ন আয়মূলক কাজ করে নারীরা অভিযোজন করছে। আর এভাবেই গড়ে তুলছে এক দুর্যোগ সহনশীল দেশ। নারীর নিজস্ব লোকায়ত জ্ঞান ও অভিযোজন কৌশলগুলোই দুর্যোগে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। “ধান পাটের চক তলাইয়া গেলে পুরুষের আর কী কাজ থাকে?” নারীর এই যুক্তি তাকে খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্যসেবা দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ভিত্তিতে গবেষক দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন তত্ত্ব তৈরি করেন- ‘নারীর নিজস্ব অবদান দুর্যোগের সঙ্গে অভিযোজনের অন্যতম কৌশল।’

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার-এর সময় আমরা পেয়েছি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রথমটি হচ্ছে দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ (Standing Order on Disasters), দ্বিতীয় দলিলটি হচ্ছে ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ২০১০-১৫’ (National Plan for Disaster Management) যা জেলা থেকে ইউনিয়নপর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগসংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি, কৌশল ও পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী শিশু ও ‘প্রতিবন্ধী’দের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেটভুক্ত হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘নারী ও দুর্যোগ’ প্রসঙ্গটির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (NDMC)-এর প্রধান হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা— যিনি একজন নারী। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির (NDMC) সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আছেন দুর্যোগ গবেষণা বিশেষজ্ঞ একজন নারী প্রতিনিধি।

বাংলাদেশের নারীদের বলা হয় দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দরিদ্রদের বিভিন্ন মাত্রা নির্ধারণের ভিত্তিতে নারী পুরুষ সমতা, শিক্ষা ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসে নারী-পুরুষ বৈষম্যের

অনুপাত ইতোমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা ০৮-এর বিপরীতে ০৯-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাজেটে পূর্ববর্তী বাজেটের তুলনায় জেন্ডার বাজেটিং ০৪টি মন্ত্রণালয় থেকে বাড়িয়ে ১০টি মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। এগুলো হলো— শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, কৃষি, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ, ভূমি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

উপসংহার

বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষত: দরিদ্র জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর কিভাবে দুর্যোগের সাথে বসবাস করছে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। যদিও দুর্যোগ সব মানুষের জন্যই সমস্যা, কিন্তু সবচাইতে সংকটে পড়েন গ্রামীণ নারী ও শিশুরা, যারা সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। প্রতিকূল পরিবেশে নারীরা তাদের দায়িত্ব পালনের পরও পরিবারের সদস্যদের দুর্যোগজনিত সমস্যা দূর করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। নারীদের নেয়া এসব অভিযোজন কৌশল অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, স্বীকৃতি পায় না। অথচ বাস্তবে দুর্যোগের সাথেটিকে থাকার এসব কৌশল অবলম্বনে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম।

ভবিষ্যতে করণীয়

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ, কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সহায়তায় 'নারী ও বালিকা দুর্যোগ প্রতিরোধের নীরব শক্তি' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করে। গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিপাদ্য ছিল দুর্যোগে নারীর ও বালিকাদের শুধু নাজুক হিসেবে উপস্থাপন করার কারণে দুর্যোগ প্রতিরোধে তাদের অবদান অস্বীকৃতিই থেকে যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোজন প্রক্রিয়া ও ঝুঁকি হ্রাসে জেন্ডারভিত্তিক অর্জনও আশাব্যঞ্জক হয় না। এর প্রতিফলন দেখা গেছে জাতিসংঘের আইএসডিআর কর্তৃক হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন-এর অগ্রগতি পর্যালোচনায় এশিয়া অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত প্রতিবেদনে (২০১১)। এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের আলোকেই এই গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতিমাসে দুর্যোগে নারী ও বালিকাদের অবদান নিয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে সেপ্টেম্বর ২০১২-তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশনের মনিটরিং প্রতিবেদনে দুর্যোগে নারী ও বালিকাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে। সবশেষে বলা যায়, যেহেতু নারীরা দুর্যোগের সময় তাদের পরিবার রক্ষা বিশেষত: শিশু ও কিশোরী, বয়োবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের রক্ষণাক্ষেণ, ভরণপোষণ, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, তাই সরকারি পরিকল্পনায়, প্রতিবেদন রচনায় নারীদেরকে নাজুক হিসেবে নয় বরং তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ প্রশমনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এটাই হবে কাম্য অভিযাত্রার কার্যকর পথপরিক্রমা ও অর্জন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেটাকে সার্থক করার মাধ্যমেই সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, টেকসই উন্নয়ন গড়ে দিতে পারে প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

নাসরীন, মাহবুবা, ১৯৯৫, কোপিং উইথ ফ্লাডস: এক্সপেরিয়েন্স অফ রুরাল উইমেন ইন বাংলাদেশ, পিএইচডি গবেষণা, নিউজিল্যান্ড... ২০০৮ ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন ডিউরিং ফ্লাড এ্যান্ড পোস্ট ফ্লাড সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ, এ্যাকশন এইড ..., ২০১০, 'জলবায়ু পরিবর্তন, সমাজবিজ্ঞান ও নারী সাহিত্যে প্রতিফলন', উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী ..., ২০১০, বেইজিং প্লাস ফাইভ অগ্রগতি পর্যালোচনা, (সেলিনা হোসেন ও মালেকা বেগম সম্পাদিত)

১৯৯১, ১৯৯৭ এবং ২০০৭ (সিডর)-এর সময় কর্মরত অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়ে আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের তথ্যচিত্র

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ সংস্থার যে সকল নিবেদিত সেচ্ছাসেবক, দুর্যোগকালীন ঝুঁকি হ্রাসে দেশ ও মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২' এর এ দিনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত প্রথম স্মরণিকায় তাঁদের পরিচিতি তথ্য নিম্নে উৎকীর্ণ করা হলো:

ক্রমিক নং	আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	সন	পদবী ও ইউনিট নম্বর	উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ
১	ফজল আহমেদ, পিতার নাম: সদর আলী গ্রাম: মাঝের ডেইল, পো: মাতার বাড়ী উপজেলা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	উদ্ধার বিভাগ ৮ নং ইউনিট	মহেশখালী	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ইউনিটপর্যায়ে মৌখিকভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
২	বদিউল আলম, পিতা: খলিল আহমেদ গ্রাম: মোহাম্মদ সফির বিল, পো: ইনানী ইউনিয়ন: জালিয়া পালং, উপজেলা: উখিয়া জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	সহ: উদ্ধার ৩ নং ইউনিট	উখিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ইউনিট পর্যায়ে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৩	জালাল আহমেদ, পিতা: আব্দুল হামিদ গ্রাম: কৈয়ারবিল, পো: বড়ঘোপ উপজেলা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	সংকেত বিভাগ ৪ নং ইউনিট	কুতুবদিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সংকেত প্রচারিত অবস্থায় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৪	মৌলভী মো: হোসেন, পিতা: আবদুল মোতালেব গ্রাম: খুদিয়ার টেক, ইউনিয়ন: আলী আকবর ডেইল, উপজেলা: কুতুবুদিয়া, জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	আশ্রয় বিভাগ ৯ নং ইউনিট	কুতুবদিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৫	নূরুল হুদা, পিতা: মোজাহার মিয়া গ্রাম: খুদিয়ার টেক পো: বড়ঘোপ, ইউনিয়ন: আলী আকবর ডেইল, উপজেলা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	সহ: আশ্রয় বিভাগ ৭ নং ইউনিট	কুতুবদিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৬	আবদুল মাবুদ, পিতা: মৃত সরাফত আলী গ্রাম: বাগখালী, পো: দুরং বাজার, ইউনিয়ন: উত্তর ধ্রুরং, উপজেলা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	ত্রাণ বিভাগ ৭ নং ইউনিট	কুতুবদিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওবার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৭	সামছুল আলম, পিতা: মৃত নুরুজ্জামান গ্রাম: মগনামা মটকা ভাঙ্গা, পো:+ইউনিয়ন: মগনামা উপজেলা: পেকুয়া (সাবেক চকোরিয়া), জেলা: কক্সবাজার	১৯৯১	সংকেত বিভাগ ৫ নং ইউনিট	চকোরিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে মেগাফোন ও হ্যান্ডসাইরেনসহ প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।

ক্রমিক নং	আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	সন	পদবী ও ইউনিট নম্বর	উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ
৮	ইউসুফ আলী, পিতা: মৃত মোবারক আলী গ্রাম: করিয়ারদিয়া, পো: বদরখালী, ইউনিয়ন: মগনামা (বর্তমান উজানটিয়া), উপজেলা: পেকুয়া (সাবেক চকোরিয়া) জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	সহ: প্রাথমিক চিকিৎসা ১০ নং ইউনিট	চকোরিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
৯	মো: নুরুল হক সওদাগর, পিতা: মৃত আসদ আলী গ্রাম: রাজাখালী, পো: রাজাখালী, উপজেলা: পেকুয়া (সাবেক চকোরিয়া), জেলা: কক্সবাজার।	১৯৯১	ত্রাণ বিভাগ ২ নং ইউনিট	চকোরিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয় স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
১০	মো: নবীর উদ্দিন, পিতা: মৃত আবদুস ছাত্তার গ্রাম: মোহাম্মদপুর মেগপাশান, পো: জাহাজমারা ইউনিয়ন: জাহাজমারা, উপজেলা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী।	১৯৯১	উদ্ধার বিভাগ ১০ নং ইউনিট	হাতিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয় স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে মারা যান।
১১	বেলাল উদ্দিন, পিতা: মৃত বদিউল আলম গ্রাম: মোহাম্মদপুর মেগপাশান, পো:+ইউনিয়ন: জাহাজমারা, উপজেলা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী।	১৯৯১	সহ: উদ্ধার বিভাগ ১০ নং ইউনিট	হাতিয়া	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার নদীর পাড়ে ভেড়ীবাঁধে জলোচ্ছ্বাসে আটকা পড়ে মারা যান।
১২	ওমর ফারুক, পিতা: মৃত মো: সায়েদুল হক গ্রাম: হাজীরপুর, পো: সমির হাট, ইউনিয়ন: পূর্ব চরবাটা উপজেলা: সুধারাম, জেলা: নোয়াখালী।	১৯৯১	সহ: উদ্ধার ৯ নং ইউনিট	সুধারাম (সুবর্ণচর)	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংবাদ প্রচার এবং উদ্ধার কাজে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরবর্তীতে মৃত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।
১৩	নূর উদ্দিন, পিতা: মৃত আলী আহমেদ গ্রাম: চর ক্লার্ক, পো: চর লক্ষ্মী, ইউনিয়ন: চর ক্লার্ক, উপজেলা: সুধারাম (সুবর্ণচর), জেলা: নোয়াখালী।	১৯৯১	সহ: উদ্ধার ৪ নং ইউনিট	সুধারাম (সুবর্ণচর)	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংবাদ প্রচার এবং উদ্ধার কাজে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।
১৪	নূর উদ্দিন, পিতা: মৃত আবদুর রব মাঝি গ্রাম: চর আলাউদ্দিন, পো: চর লক্ষ্মী, উপজেলা: সুধারাম (সুবর্ণচর), জেলা: নোয়াখালী।	১৯৯১	সহ: উদ্ধার ৫ নং ইউনিট	সুধারাম (সুবর্ণচর)	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ প্রচার এবং উদ্ধার কাজে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	সন	পদবী ও ইউনিট নম্বর	উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ
১৫	খুকী রানী গুহ, পিতার নাম: খোকন চন্দ্র গুহ গ্রাম: হরিসপুর, পো:+ইউনিয়ন: হরিসপুর, উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম।	১৯৯১	প্রথমিক চিকিৎসা ১২ নং ইউনিট	সন্দ্বীপ	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে পাশের বাড়ীর বাচ্চা ও মহিলাদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পানিতে ভেসে যান। পরবর্তীতে বেতঝড়ের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।
১৬	আবুল কাশেম, পিতা: মি: অজি উল্লাহ ছিদ্দিক গ্রাম: মগধরা, পো: ফলিসার বাজার, ইউনিয়ন: মগধরা, উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম।	১৯৯১	সহ: প্রথমিক চিকিৎসা ১০ নং ইউনি	সন্দ্বীপ	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংকেত প্রচাররত অবস্থায় পানিতে ভেসে মারা যান।
১৭	আবু বকর ছিদ্দিক, পিতা: মৃত অহিদুল্লাহ গ্রাম: মগধরা, পো: ফলিসার বাজার, ইউনিয়ন: মগধরা, উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম।	১৯৯১	উদ্ধার বিভাগ ৫ নং ইউনিট	সন্দ্বীপ	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে পানিতে ভেসে যান। উল্লেখ্য যে, পরিবারের একমাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া অন্যরা সকলেই ঝড়ে মারা যান।
১৮	আবুল কাশেম, পিতা: মৃত বাদশা মিয়া গ্রাম: আজিমপুর, পো: আজিজিয়া, ইউনিয়ন: আজিমপুর, উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম	১৯৯১	সহ: সংকেত ৩ নং ইউনিট	সন্দ্বীপ	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে নদীর পাড়ের ঝড়ের সংকেত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে মারা যান। পরের দিন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।
১৯	আজিম উদ্দিন, পিতা: মৃত নাজির আহমেদ গ্রাম: কালাপানিয়া, পো: কালাপানিয়া, উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম।	১৯৯১	সহ: আশ্রয় ১১ নং ইউনিট	সন্দ্বীপ	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ইউনিটটিম লীডার-এর সাথে ঝড়ের সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে পানিতে ভেসে মারা যান।
২০	মোজাহার হোসেন, পিতা: মোফাজ্জল হোসেন গ্রাম: নিজ হাওলা, পো: উলানিয়া, ইউনিয়ন: রতনদি তালতলী, উপজেলা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী।	১৯৯১	প্রাথমিক চিকিৎসা ২ নং ইউনিট	গলাচিপা	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। পরবর্তীতে মেগাফোন হাতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

ক্রমিক নং	আত্মোৎসর্গকৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	সন	পদবী ও ইউনিট নম্বর	উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ
২১	রফিজুল ইসলাম, পিতা: আবদুল লতিফ গ্রাম: চর নিজাম, ইউনিয়ন: সাকুচিয় উপজেলা: মনপুরা, জেলা: ভোলা।	১৯৯১	আশ্রয় বিভাগ ১১ নং ইউনিট	গলাচিপা	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে পানিতে ভেসে মারা যান।
২২	আবদুর রহিম, পিতা: মৃত আবদুল লতিফ সরদার গ্রাম: চর নিজাম, ইউনিয়ন: সাকুচিয় উপজেলা: মনপুরা, জেলা: ভোলা।	১৯৯১	ত্রাণ বিভাগ ১১ নং ইউনিট	মনপুরা	১৯৯১ সনের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে পানিতে ভেসে মারা যান।
২৩	সূর্য্য লাল দাস, পিতা: তরণী কুমার দাস গ্রাম: কাজীপাড়া, পো: কুমিরা উপজেলা: সীতাকুন্ড, জেলা: চট্টগ্রাম।	১৯৯৭	উদ্ধার বিভাগ ৫ নং ইউনিট	মনপুরা	১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ে সময়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে নৌকাসহ উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে নিমজ্জিত হয়ে নিখোঁজ হন। তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।
২৪	তাছলিমা বেগম, স্বামী: আব্দুল রহিম মাষ্টার গ্রাম: মাঝের চর, পো: দক্ষিণ তেতুল বাড়িয়া, উপজেলা: বদরখালী, জেলা: বরগুনা।	২০০৭	মহিলা সংকেত বিভাগ ১৪ নং ইউনিট	বদরখালী	২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন ও রক্ষা করতে গিয়ে পানিতে ভেসে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।
২৫	আশরাফুল হোসেন খান, পিতা: মৃত আবদুল লতিফ খান, গ্রাম: সাউথখালী, পো: তাফাল বাড়ি সাউথ খালী, উপজেলা: শরণখোলা, জেলা: বাগেরহাট।	২০০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা ৭ নং ইউনিট	শরণখোলা	২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও পরিবার পরিজনদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় নিজ কন্যাসহ জলোচ্ছ্বাসে নিখোঁজ হন। পরের দিন মেয়ে কোলে অবস্থায় উভয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়।
২৬	মোজাম্মেল হোসেন, পিতা: মৃত আবদুল কাদের গ্রাম:+পো: -তুসখালী, উপজেলা: মঠবাড়িয়া জেলা: পিরোজপুর।	২০০৭	সহ: আশ্রয় ১ নং ইউনিট	মঠবাড়িয়া (দুবলার চর)	২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের সংবাদ দুবলার চরের জেলেদের নিরাপদ আশ্রয় স্থানে যাওয়া এবং তাদের মাঝে ঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরের দিন হ্যান্ড সাইরেনসহ তাঁর মৃতদেহ সুন্দরবনের একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তথ্য সূত্র: সিপিপি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ)-এর তিন বছরের (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) সমন্বিত কার্যক্রমে অর্জন ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙ্গন, অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিধ্বস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে এ দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি দর্শন হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট আপদ হতে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের বিপদাপন্নতা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানবিকপর্যায়ে নামিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান তথা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সরকার দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত তিন বছরে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের ৭টি উল্লেখযোগ্য অর্জনের ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যমান ত্রাণ ও পুনর্বাসননির্ভর পদ্ধতির উত্তরণ ঘটিয়ে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২: গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ -তে উক্ত আইনটি মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং তা ২০১২ সনে সংসদে অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে।

খ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং চলতি বছর থেকে তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫: জাপানের কোবেতে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনে গৃহিত "হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন"-এর অংগীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক ৭ এপ্রিল, ২০১০-এ অনুমোদিত হয়।

ঘ) দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ যেন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ সালে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও হালনাগাদ করা হয়।

২. সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে, যা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রায় ৩০%। মূলতঃ ৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের তথ্যচিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হলো:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি

সমাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির ধরণ	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২	
	গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সুবিধা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)	গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সুবিধা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)	গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সুবিধা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৬,৯৩,৮৫৩ জন	৭৩৫, ৪৭,৭৬, ১৭৭ টাকা	১৪,৮৫, ০০০ জন	৯১০,৫০,১৬,৭৫৭ টাকা	১২,৬২,০৭৪ জন	৯৬৮,২৩,৩৯,০০০ টাকা
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি	১৫,০৪,৬০৮,জন	৮৪,৯০১ (লক্ষ টাকা)	৯,৩৯,৭২৪ জন	৪৭, ৮৬৯ (লক্ষ টাকা)	২১,৫৭,২৩১ জন	৩,২৩,৪২৩ মে.টন
গ্রমীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি	৩০,২৭,৪০২,জন	৮৩,৩৫৯ (লক্ষ টাকা)	২৭,৯২,৪০০ জন	৭৯,৪৮৭ (লক্ষ টাকা)	১০,২৫,১ ৮৭ জন	৩,২৮,০৬০ মে.টন

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/মানবিক সহায়তা কর্মসূচি

	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২	
কর্মসূচির নাম	মানবিক সহায়তা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)	মানবিক সহায়তা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)	মানবিক সহায়তা প্রাপক ব্যক্তি/পরিবার	পরিমাণ (টাকা/মে:টন)
ভিজিএফ	১৬,৯৩,৮৫৩টি পরিবার	৭৩৫,৪৭,৭৬,১৭৭ টাকা	৫৪,৮৭,৫৭১টি পরিবার	৩৮,০১৪ (লক্ষ টাকা)	৭০,৬০,২৩১টি পরিবার	১,৫৯,৩৭৬ মে. টন
জিআর (খাদ্যশস্য)	১৫,০৪,৬০৮টি পরিবার	৮৪,৯০১ (লক্ষ টাকা)	৩,২০,০০০টি পরিবার	৮২৬১.১২ (লক্ষ টাকা)	৩২,৫১,৯৩৩ পিস	৪৮,৭৭৯ মে. টন
কম্বল/শীতবস্ত্র	৩০,২৭,৪০২ জন	৮৩,৩৫৯ (লক্ষ টাকা)	১,৯৮,৯০০ জন	১,০০০ (লক্ষ টাকা)	৩,২৬,৯৫০ পিস	১২০০.০০ (লক্ষ টাকা)
গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি	১,১২,১১,০৪০টি পরিবার	৩৭,৫৩১.৯৯ (লক্ষ টাকা)	৮,০০০টি পরিবার	৪০০.০০ (লক্ষ টাকা)	১০,৭০০ জন	৩২১.০০ (লক্ষ টাকা)
জিআর (নগদ অর্থ)	৪,১৬,২০০টি পরিবার	১০,৭৪৪.৬১ (লক্ষ টাকা)	১২,০০০ জন	৬০০.০৬ (লক্ষ টাকা)	৬৬,৩২৩ জন	৬৬৩.২৩ (লক্ষ টাকা)
ঢেউটিন	৭,৩৭৫ পরিবার/প্রতিষ্ঠান	২,০০০ (লক্ষ টাকা)	৭,৫২২টি পরিবার/প্রতিষ্ঠান	২২০০ (লক্ষ টাকা)	৭,৯০২টি পরিবার/প্রতিষ্ঠান	২৪০০.০০ (লক্ষ টাকা)

সরকারের এসব কর্মসূচির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিগত তিন বছর যাবৎ উত্তরাঞ্চলে কোন খাদ্যাভাবের কথা শোনা যায়নি। তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিগত ৩ অর্থ বছরে কাবিখা খাতে মোট ১,০২,৩৭৮টি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মধ্যে রাস্তার সংস্কার ৮২,৪৫৫টি (৯১,৮১০ কিমি) মাঠ ভরাট প্রকল্প ১১,৯২৬টি (৮৬,৬৭,০৬০ ঘ:মি:), পুকুর খনন ১,৬৯৫টি (৯,৬১,৩১৭ ঘন মি.) মাটি উত্তোলন এবং খাল খনন ২,৩৭৩টি (৭৫৩ কি:মি) সম্পন্ন হয়। টিআর কর্মসূচিতে ৫,৭৫,৬১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে ধর্মীয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ২,৯৫,০০০টি, ছোট ছোট রাস্তা মেরামত ৬৭,০০০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট ৭৫,০০০টি, মজা পুকুর/নালা পরিষ্কার ৩৫,০০০টি, ঈদগাহ সংস্কার ২৮,০০০টি ও অন্যান্য ৭৫,৬১২টি। অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে সর্বমোট ৪৪,৪০,৯২৭ ব্যক্তির (প্রতি পরিবার ০১ জন হিসেবে ৮০ দিন কাজ) কর্মসংস্থান করা হয়, যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮৫,৬৩৩টি প্রকল্প (গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, পুকুর পুন:খনন, খাল পুন:খনন প্রভৃতি) বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income & Expenditure Survey তথ্যানুযায়ী শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মজুরি চালের মানদন্ডে ১৯৯১-৯২ সালে ৩.২৫ কেজি থেকে ২০০৬ সালে ৪.৫ কেজি, ২০১০ সালে তা বেড়ে ৮.০০ কেজিতে উন্নীত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে গ্রামমুখী করায় সার্বিকভাবে জনগণের আয় বেড়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতি হয়েছে বেগবান ও শক্তিশালী।

৩. ক. কর্মসংস্থান (প্রাতিষ্ঠানিক)

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও রূপকল্প-২০২১-এর অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে প্রাতিষ্ঠানিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩ বছরে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চিত্র নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা	খাত	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট	মন্তব্য
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	রাজস্ব	—	১৪৯	৪০	৪	১৯৩	
০২	গ্রামীণ ও পার্বত্য সেতু প্রকল্প	উন্নয়ন	২	৩	৪		৯	
০৩	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উন্নয়ন	২	৩	৪	২	১১	
০৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	রাজস্ব	—	—	৪	—	৪	
০৫	ইসিআরআরপি	উন্নয়ন	২	—	৭	—	৯	
০৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	রাজস্ব	—	—	—	—	—	
০৭	ইজিপিপি	উন্নয়ন	১	৩৩৪	৫	—	৩৪০	
০৮	প্রসার	উন্নয়ন					১০৫	
০৯	নবজীবন	উন্নয়ন					১৪৬	
১০	সিডিএমপি	উন্নয়ন					৫৫	
১১	সিপিপি	উন্নয়ন	—	—		—		
	সর্বমোট						৮৭২	

৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি

ক. নন-স্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতি:

দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে “National Plan for Disaster Management (2010-2015)’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ৭টি কৌশলগত লক্ষ্যের (Strategic Goal) আওতায় ২৮টি মূল লক্ষ্য (Key Target) নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত Cyclone Preparedness Program (CPP) এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য Contingency Plan প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ১০টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা Template তৈরী করে তাদের নিজ নিজ Contingency Plan প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নবজীবন

পাঁচ বছর মেয়াদী ‘নব জীবন’ কর্মসূচিটি প্রণীত হয়েছে বরিশাল বিভাগের নয়টি উপজেলার ১,৯১,০০০ প্রত্যক্ষ উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ‘নব জীবন’ কর্মসূচিটি ০৯টি উপজেলার ১,৩০০-এর অধিক গ্রামের মোট ৪,১৯,২৪৭টি পরিবারের ৮৯ শতাংশের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। নবজীবন কর্মসূচির মাধ্যমে ২,১০০টি ভিলেজ হেলথ কমিটি গঠনপূর্বক তাদেরকে কমিউনিটি কেইস ম্যানেজমেন্ট আইএমসিআই এবং দীর্ঘস্থায়ী সংকটপূর্ণ অপুষ্টি বিষয়ে ৩,৬৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫,৬৩১ উপকারভোগী মাসিক GMP সেবা গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে পুষ্টি রেশন হিসেবে গম, ডাল ও ভেজিটেবল অয়েল বিতরণ করা হয়। ‘নব জীবন’ কর্মসূচিটির মাধ্যমে ৮০টি ডিপ-টিউবয়েল স্থাপন, ৪০টি পুকুর খনন, ১৪,৬৭৬ জনকে কৃষি বীজ ও ৪,২২,৪৮৩ জনকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান এবং ৩০টি সাইক্লোন শেল্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রসার

প্রসার প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে খুলনা বিভাগের বিপদাপন্ন গ্রামীণ গোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের মেয়াদ ২৪ মে, ২০১০ হতে ৩১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত। প্রসার প্রকল্পের কর্ম এলাকা হচ্ছে খুলনা বিভাগের ৩টি উপজেলা (শরণ খোলা, বটিয়াঘাটা ও লোহাগড়া)। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রসার একটি সমন্বিত ধারায় সমাজের ক্ষমতায়ন করেছে। উদ্দেশ্যসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-১: দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের আয় ও খাদ্য পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি। ২: এ গর্ভবর্তী ও স্তন্যদানকারী মহিলা এবং ৫ বছরের কম বয়েসি শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি এবং ২ বছরের কম বয়েসী শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধে পন্থা ব্যবহার। ৩: প্রতিষ্ঠান ও পরিবারসমূহকে কোন অভিঘাত মোকাবিলায় কার্যকরভাবে প্রস্তুত করা, ঝুঁকি কমানো এবং কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় স্থানীয় সক্ষমতাকে আরো জোরদার করা।

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) ফেজ-২

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রথাগত দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটনোর উদ্দেশ্য পূরণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৪ সাল থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, সিডিএমপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় (Phase I) এপ্রিল ২০০৪ থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় (Phase II) ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়েছে, যা আগামী ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারসহ মোট ৬টি দাতাসংস্থা যথা ইউএনডিপি, ইউকেএইড, ইসি, অষ্ট্রেলিয়ান এইড, সিডা, নরওয়েজিয়ান এ্যাম্বেসি ও বাংলাদেশ সরকার সিডিএমপি ২ প্রকল্প ২০১০-১৪ মেয়াদ পর্যন্ত বাস্তবায়ন-এ মোট ৭.৮৩১৬৩৪৩ কোটি মার্কিন ডলার অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে।

সিডিএমপি ২ -এর কার্যক্রম ছয়টি আন্ত:সম্পর্কিত আউটকাম এরিয়া দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। আউটকাম এরিয়াগুলো হলো:

১. জাতীয়পর্যায়ে সকল প্রকারের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের (স্ট্রাকচারাল ও নন-স্টাকচারাল ইন্টারভেনশন) মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস।
৩. কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের মাধ্যমে নগর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস।
৪. সকলপর্যায়ে ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়ন।
৫. ১৩টি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমকে উন্নততর দুর্যোগ-সহনশীল করা, যা আপদের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে।
৬. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয়পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের কার্যকর ব্যবস্থাপনা করা।

সিডিএমপি ২-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ২টি জাতীয় নীতিমালা যথা দুর্যোগসক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলীর পরিমার্জন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনায় সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য জরুরী দুর্যোগ সাড়া প্রদান গ্রুপ পুন:গঠন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কোর্স ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম; যথা ডিপ্লোমা কোর্স, স্নাতক সম্মান কোর্স, স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে, ৮টি পেশাগত সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠানের পেশাগত প্রশিক্ষণে সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৭০ জন ছাত্রকে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫টি ই-লার্নি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ২৪টি উপজেলায় ৭৫ কিমি কাঁচা রাস্তাকে একক স্তর বিশিষ্ট ইটের রাস্তায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- ২০ লক্ষ বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত নির্মাণ সহায়তার লক্ষ্যে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৪টি ইউনিয়নে ১০৫৪টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প (২১টি দুর্যোগ-সহনীয় বাড়ি, ৩১টি পুকুর খনন/পুন:খনন, ১৮টি রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং, ৬১টি পন্ড স্যান্ড ফিলার, ১৩টি রেইন ওয়াটার হারভেষ্টর ও ৪১৪টি ডিপটিউব ওয়েল, ৫২৭টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, ২০০ কিমি ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৬০০,০০০ আইলা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ৮৮১টি গ্রামীণ ঝুঁকি হ্রাস ক্ষুদ্র প্রকল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ২টি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামকে জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনীয় গ্রামে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিজ গ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ভূমিকম্পসহ সকল প্রকার শহুরে দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য ঢাকা চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঝুঁকি নিরসনের জন্য সরকার কর্তৃক বিকল্প পন্থা/কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট সিটি শহরের ৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প নিরাপত্তা মহড়া এবং সারা দেশে ভূমিকম্পবিষয়ক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকারকৃত ৬২ হাজার নগর সেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট শহরে ১২,১৫৫ জন স্বেচ্ছাসেবক তৈরীসহ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগকে ২০ কোটি টাকা মূল্যমানের ভারী ও হালকা অনুসন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শহরপর্যায়ে জরুরী সেবাদানকারী এ প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে।
- ৪,৫০০ ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) Programme এর সহযোগিতায় ১০,০০০ কপি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সহায়িকা পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৫০টি উপজেলায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র/নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- Cell broadcasting এবং টেলিটক ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রথমপর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য এবং আগাম সতর্কবার্তা সম্প্রচারকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কৃত (E-Asia Award & National Digital Award) হয়েছে ।
- সিপিপির (সাইক্লোন-প্রিপারডনেস প্রোগ্রাম) কর্মকাণ্ডকে আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করতে: ৩৮,০০০ জন পুরাতন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও ১১,৭৩৩ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল ও টেকসই অভিযোজন কলাকৌশল ও পদ্ধতি জনসাধারণের ও কৃষকের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে ৪টি জেলার ৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে খরাসহনশীল আফ্রিকান নাগরিক জাতের ধান চাষ করা হয়েছে ।

সিপিপি

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে গত তিন বছরে ৪,৯০০ নতুন সেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যাপক প্রচার করে জনগণকে সতর্ক করা হয়, যেন স্বল্প সময়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারে। ৫টি উপজেলাকে নতুনভাবে সিপিপি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও সিডিএমপি-র সহায়তায় দেশে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি ও প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধারকার্য ও প্রাথামিক চিকিৎসায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ৭ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ২০১২ সাল নাগাদ আরও ২৩ হাজার

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ পাবে। গত ০১/০৭/২০১১ তারিখ চট্টগ্রামে ভূমিধ্বসে উদ্ধার কার্যক্রমে এসব প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছে।

শিক্ষা কারিকুলাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয় পঞ্চম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কারিকুলামে দুর্যোগবিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্য পুস্তক তৈরী করা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সিডিএমপি'র সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৭টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনার্স/মাস্টার্সে দুর্যোগবিষয়ক কোর্স চালু করা হয়েছে।

দুর্যোগ সম্পর্কিত দিবস উদযাপন: এ বিভাগের উদ্যোগে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' এবং প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষ কর্মদিবসে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালিত হচ্ছে। দিবস দু'টিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দিবস উদ্‌যাপন তালিকাতে যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রতি বছর দেশব্যাপী এ দিবস দু'টি ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন হয়ে থাকে, যা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড়সহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খ. স্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতি

বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১,৫১৮টি ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে-এর ফলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা, দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া, ত্রাণ তৎপরতা যোগাযোগ বিঘ্ন হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে গ্রামীণ কর্মসংস্থানসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে উপকূলীয় এলাকায় জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭২৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণকরে ৭,২৪০টি ভূমিহীন দুর্যোগাক্রান্ত পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ৬,১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে, মার্চ/২০১২-এর মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর তা নীতিমালার আলোকে দুস্থ নির্বাচিত দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা পরিবারের নিকট বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হবে। "কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট" প্রকল্পের মাধ্যমে আইলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দাকোপ উপজেলার দু'টি গ্রামকে দুর্যোগ সহনীয় গ্রামে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিজগ্রামে পুনর্বাসনকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সিডর ও আইলা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি জেলার ১১টি ইউনিয়নে ৭৪৪টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প করা হয়েছে। বতর্মানে আরও ৬২৪টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প ফরিদপুর, রাজশাহী এবং কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উপকূলীয় এলাকার ৪৩,৬২৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আর একটি অর্জন হচ্ছে বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গন এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা এবং উপকূলীয় এলাকায় সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নের ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দেয়া। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এবং চলতি অর্থ বছরে ২৫টির নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। এছাড়া USAID ও GOB অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "নব জীবন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৩টি নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ১২৪টি ব্যবহার অনুপযোগী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ৩০টির কাজ শেষ হয়েছে। সমাপ্ত ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যার সময় জানমালসহ মোট ২২,২০০ জন আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ১১,৮৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিষ্টেম ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে দুর্যোগকালেও স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহারকারীদের পর্যাপ্ত সৌর বিদ্যুৎ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

গত তিন বছরে এ বিভাগের অন্যান্য অর্জনের মাঝে উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার যন্ত্রপাতি, জরুরী যানবাহন ও জলযান ক্রয়। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় ইতিমধ্যে ৬৯.০০ কোটি টাকা ব্যায়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহ করা হয়েছে। আরো ১৬৪.০০ কোটি টাকার যন্ত্রপতি ক্রয়সংক্রান্তে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীনে আছে। উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় জরুরী উদ্ধার পরিচালনার লক্ষ্যে ১৭টি জরুরী যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে এবং ১৬টি জলযান, ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স, ৩৫টি সাইরেন ও ২৪টি জেনারেটর ক্রয় ২০১২-এ সম্পূর্ণ করার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জাপান সরকারের অনুদানের অর্থায়নে লবণ পানিকে সুপেয় পানিতে পরিণত করে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সিডিএমপি গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় ভিটি উঁচুকরণ, সুপেয় পানির জন্য ৮২টি গভীর নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানি ধারণের জন্য পাকা জলাধার নির্মাণও ১৩টি পুকুর পুন:খনন করে পাড় উঁচুকরণসহ পিলার স্থাপনের কাজ চলমান।

৫. ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি:

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় মৃদু ভূকম্পন অনভূত হচ্ছে। এতে মানুষের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে যেহেতু পূর্বাভাস দেয়া এখনও সম্ভব নয়, সেজন্য ভূমিকম্প মোকাবিলায় সরকার যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে তা নিম্নরূপ:

(ক) **ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী:** ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের জন্য বাংলাদেশ ভূমিকম্পের আশংকামুক্ত নয়। তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে এবং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) **Standing Orders on Disaster (SOD) হালনাগাদকরণ:** ভূমিকম্প থেকে আত্মরক্ষামূলক জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Standing Orders on Disaster (SOD)-তে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদে ঝুঁকি হ্রাসে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে তা হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

(গ) **কন্টিনজেন্সী প্ল্যান তৈরী:** ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্লান তৈরী করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (ডি.এম.বি), ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (ডি.আর.আর), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াসা,টিএন্ডটি, তিতাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার কন্টিনজেন্সী প্ল্যান তৈরী করে তা Simulation exercise-এর মাধ্যমে হালনাগাদকরণ করা হচ্ছে।

(ঘ) **বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন:** ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের কারিগরি তথ্য সন্নিবেশিত করে Building Code প্রণয়ন ও কার্যকরকরণের লক্ষ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কাজ করছে যেখানে অত্র মন্ত্রণালয় হতে তাগিদ দেয়া অব্যহত রাখা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় Building Code কার্যকর করতে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। CDMP ও DMB যৌথভাবে সম্প্রতি সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের পর জাতীয়ভাবে ঢাকায় একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সমন্বিত করে দেশব্যাপী বিল্ডিং কোড প্রয়োগের একটি পথ নির্দেশনা শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঙ) **প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** নির্মাণ কাজে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কিত পোস্টার, লিফলেট ছাপিয়ে শহরগুলোতে বিতরণ করা হচ্ছে এবং ২,২০০ নির্মাণ কর্মীকে ভূমিকম্প সহনীয় টেকসই বিল্ডিং তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ভূমিকম্পজনিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষণ আরও ব্যাপকভাবে প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২৮টি স্কুলে ভূমিকম্প সচেতনতামূলক মহড়া দেয়া হয়েছে এবং আরও প্রায় শতাধিক স্কুলে এ ধরনের মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া উক্ত মহড়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য স্কুল কারিকুলামে মহড়ার নির্দেশনা সংযুক্ত করার পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যকর হচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইতে দুর্যোগবিষয়ক পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টকশোসহ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে যা চলমান আছে। দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে ২ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ সূচি অর্ন্তভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নগরবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্প চলাকালীন এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে করণীয় শীর্ষক ৫,০০,০০০ লিফলেট এবং ৫০,০০০ পোষ্টার ছাপিয়ে বিতরণের কাজ অব্যাহত আছে।

(চ) **ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় যন্ত্রপাতি ক্রয়:** "Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasters" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো যৌথভাবে ভূমিকম্প উত্তর উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য প্রায় ৬০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। আরো ১৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এলসি খোলা হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে এ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৬৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৬. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ বিভাগের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক সেবাসমূহ দ্রুত জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিচে দেয়া হলো:

- ❑ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করার জন্য মোবাইল ফোন ভিত্তিক তিন ধরণের প্রযুক্তি, যথা: CBS, SMS ও IVR নির্ভর দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি প্রচলন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ❑ IVR: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম বার্তা জনগণের চাহিদা মোতাবেক অবহিতকরণের জন্য Interactive Voice Response (IVR) নামক উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ উদ্যোগটি e-Asia 2011 মেলাতে "Serving Citizens: Best ICT Initiative in Climate Change and Disaster Management" এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকা বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১ তে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছে।
- ❑ CBS: নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের নিকট দুর্যোগের সতর্কবার্তা দ্রুত পৌঁছানোর জন্য মোবাইল ফোনে Cell Broadcasting (CB) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কক্সবাজার এবং বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জ জেলায় মোবাইল ফোনের CB প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগের আগামবার্তা প্রেরণের পাইলট অপারেশন শুরু করা হয়েছে, ক্রমান্বয়ে সারাদেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১০ তে মানব উন্নয়নে ই-সেবা বিভাগে প্রাকদুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রেরণের এ উদ্যোগটি বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছে।
- ❑ SMS Alert: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য SMS Alter ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৪টি জেলা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরী করা হয়।
- ❑ Disaster Management Information Center (DMIC): দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাপন করার জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য প্রবাহের অবকাঠামো ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (পূর্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর) অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলার সদর দপ্তর এবং ৩৮৫টি উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের দপ্তর পর্যন্ত বিস্তার করে DMIC স্থাপন করা হয়েছে। DMIC হতে SMS-এর মাধ্যমে Disaster Alert ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের নিকটও প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❑ Safety Protection Management Information System (SPMIS): সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুষ্ঠু তদারকি ও নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ/বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি ডাটাবেজ-এ সংরক্ষণ করার জন্য ওয়েবসাইটভিত্তিক SPMIS প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক কার্যক্রম ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এ পোর্টালটির লিংক ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের পোর্টালের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❑ Microzonation Map: আইসিটিনির্ভর Microzonation Map ভূমিকম্পের ঝুঁকিমুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা শহরের ভৌত পরিকল্পনা, উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, নতুন নগরায়নের উপযুক্ত স্থান চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ, পুরনো অবকাঠামো মেরামত/পুন: নির্মাণ/রেট্রোফিটিং কাজে ব্যবহার করা হয়। ভূমিকম্পজনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের ৩টি বড় শহর যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে Microzonation Map তৈরী করা হয়েছে। দেশের ঝুঁকিপূর্ণ আরো ৬টি শহর যথা: টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীর Microzonation Map তৈরীর কাজ ২০১৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
- ❑ Cyclone Shelter Database: উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইটভিত্তিক ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত এবং আনুষঙ্গিক তথ্য যেমন: ভৌগোলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারণক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়নের জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা যাবে।
- ❑ Inundation Map/Risk Map for Storm Surge: বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। ফলে জীবন-জীবিকা এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্যা সমাধানের

জন্য দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্যনির্ভর Inundation Map/Risk Map for Storm Surge তৈরী করা হয়েছে, এ মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘরবাড়ীর ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচুতে করতে হবে, তার ধারণা পাওয়া যাবে।

৭.আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সমন্বয় সাধন করছে। এর আলোকে এ বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি ও আঞ্চলিক সহায়তাদানকারী বেশ কয়েকটি দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে এবং করছে। গত নভেম্বর, ২০১১ সরকার সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters-শীর্ষক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তির আওতায় সার্কভুক্ত দেশসমূহ দুর্যোগে জরুরী সাড়া দানে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারবে। SAARC Disaster Management Centre (SDMC) এর গভর্ণিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে বিভিন্ন Roadmap তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

SDMC-র সহায়তায় Earth Observation Satellite for Disaster Risk Reduction in South Asia, Digital Vulnerability in Asia, South Asia Disaster Knowledge Network (SADKN), Seismic Hazard Assessment, Implementation of Roadmap on landslide Risk Management in South Aisa, Implementation of Risk Management on Urban Risk Management, Implementation on Roadmap on drought Risk Managment প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। Asian Disaster Reduction Center (ADRC)-এর চাঁদা দাতা সক্রিয় সদস্য হিসেবে এর সহিত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর সভাসমূহে যোগদান করে আসছে। UNISDR-এর উদ্যোগে “Revealing Risk, Redifining Development” শীর্ষক Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction-২০১১ প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDRR) এর মন্ত্রীপর্যায়ের সভাতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে আসছে।

এছাড়াও United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management on Emergency Response (UNSPIDER) বাংলাদেশে তার Technical Advisory Mission পাঠিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এর আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিষয়টির ওপর সম্প্রতি SPARRSO-তে চীনভিত্তিক APSCO-এর সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। সরকার ADPC-র সাথে Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করেছে। DHL-এর সহযোগিতায় দুর্যোগ পরবর্তী বিমানবন্দর প্রস্তুত রাখার বিষয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে Get your Airport Ready for Disaster বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১-এর বর্ণিত টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যথাঃ ভিজিএফ, কাবিখা,টিআর ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি দেশের দরিদ্র অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহ ও মঙ্গাকবলিত বৃহত্তর রংপুরকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পর পর তিনটি অর্থ বছরে দেশের দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় বিপুলসংখ্যক কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন হয়। বিগত তিন বছরে গ্রামীণ অতিদরিদ্র ৫৮ লক্ষ ৮ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। রূপকল্প-২০২১-এ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের নানা উদ্ভাবনী কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বর্তমান সরকার যে অঙ্গীকার করেছে তা এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(সংকলিত: স্মারক নং- ৫১.০২২.০১৬.৩৬.০০.০১৮.২০১১(পি-১). তাং-০৪/০১/২০১২) তথ্য সূত্র: সংসদ ও সমন্বয়, বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিএমআরডি, ডিএমবি, ডিআরআর)

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারীর রচনা

নাজিয়া আন্দালিব
এমবিবিএস
আদ-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ
ও হাসপাতাল, যশোর

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ও বালিকাদের ভূমিকা

ভূমিকা: "Vulnerability to disaster is growing faster than resilience (...) Disaster risk reduction should be an everyday concern for everybody. Let us all investtoday for a safe tomorrow."
জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন-এর এই বক্তব্যের মাঝেই নিহিত রয়েছে দুর্যোগ প্রশমনে প্রতিটি জনগণের তথা পুরুষ-নারী, ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী, সকল বৈষম্য উপেক্ষা করে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আশু অংশগ্রহণের আকুল আবেদন।

দুর্যোগ: মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং জনজীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধনকারী-এমন যে কোন ঘটনা-ই দুর্যোগ হিসাবে অভিহিত।

দুর্যোগের স্বরূপ: "Unitar (united Nations Institute for Training and Research) এর অনুসারে দুর্যোগ:

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বন্যা, ঘূণিঝড়, টর্নেডো, নদীভাঙন, ভূমিকম্প ইত্যাদি।
দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ: মহামারি, খরা ইত্যাদি।

মানবসৃষ্ট দুর্যোগ: যুদ্ধ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনাঞ্চল ধ্বংস, পরিবেশ দুষণ ইত্যাদি। দুর্ঘটনাজনিত দুর্যোগ বর্তমান বিশ্ব 'সুনামি, নার্গিস, সিডর, আইলা-এর মত ভয়ংকর ঘূণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল গ্রাসে গ্রাস হতে চলেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিস্তার: প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিস্তার ও প্রভাব পৃথিবীর সব দেশে সমান নয়। উন্নত দেশের তুলনায় পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহে দুর্যোগসৃষ্ট জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ অনেক বেশি। এর কারণ উন্নয়নশীল দেশে দুর্যোগ সংঘটনের বৃহত্তর সংখ্যার দিক নয় এবং বৃহত্তর ধ্বংসযোগ্য ভেদ্যতা রয়েছে।

দুর্যোগ ও ঝুঁকি: স্বভাবতই উন্নত দেশসমূহের অধিবাসীদের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঝুঁকি এর মাত্রা অধিক। ঝুঁকির বিষয়টি সংযুক্ত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়জুড়ে। নির্দিষ্ট বিস্তারে প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং এর সাথে সংযুক্ত ঝুঁকিটি হলো দুর্যোগ পরবর্তী জীবনে, সম্পদে ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ক্ষয়ক্ষতি বা বিনষ্টি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ও ঝুঁকি: বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়াগত কারণে এ দেশে নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, খরা, মহামারি, টর্নেডো, ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভূমিহীন এবং দারিদ্রসীমার নিচে তাদের বসবাস। তাই বাস্তব কারণেই দুর্যোগের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও একটি বিরাট জনগোষ্ঠী দুর্যোগপ্রবন এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের মত গরীব দেশের পক্ষে সম্ভব নয়, তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসিত করা। এদেশের মানুষের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন একটি নিয়মিত অধ্যায়, তেমনি দুর্যোগের সাথে বসবাসের বিষয়টিও তাদের জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন, দুর্যোগপ্রবন এলাকার জনগণকে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম করে তোলা। আর সে জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরকেও ঝুঁকি বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। ঝুঁকি = বিপর্যয় সক্ষমতা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে কাজ করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ, যা প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়সমূহের কার্যক্রমকে বোঝায়। Disaster management is an applied science which sks by the systemetie observation and analysis of disasters, to porove measures relatin to pervention mitigation preparedness emergency response and recovery. সম্ভাব্য দুর্যোগ সংঘটন কমানো এবং এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের নিমিত্তে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আসন্ন দুর্যোগের বিষয়ে সতর্ক সংকেত প্রচারের ব্যবস্থাদি প্রস্তুত রাখা, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অবস্থাদি সর্বাধিক পরিবীক্ষণ, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম পরিচালনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায়: দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন ও দুর্যোগপূর্বপস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়:

১. দুর্যোগপূর্ব পর্যায়
২. দুর্যোগকালীন পর্যায় ও
৩ দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন: তিনটি পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্নপর্যায়ে তথা জাতীয় বিভাগ, জেলা ও স্থানীয়পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি, এছাড়াও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেনাবাহিনী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয়পর্যায়ে দুর্যোগসংশ্লিষ্ট ৮টি কমিটি :

১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDBC)
২. আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি
৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি
৪. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড
৫. দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত টাস্কফোর্স
৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি
৮. দুর্যোগসংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি।

এছাড়াও রয়েছে
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশ: ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুর্ণবাসনে তদানীন্তন সরকার দেশে প্রথমবারের মত ত্রাণ ও পুনর্বাসন শিরোনামে মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৮ সালের বন্যা এবং ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আরো বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়ে ১৯৯৩ সালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ১৯৭২ সালের পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠন করা হয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। একই সময়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠন করা হয় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)। দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সহযোগিতা এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কৌশলের বিষয়টি এতো ব্যাপক যে একক কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য রয়েছে উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন NGO-OXFAM, DISASTER FORUM, CARE BANGLADESH, KARITAS, PROSHIKA, CCDB, BPDC, DFID, UNPD প্রভৃতি। রয়েছে মহাকাশ গবেষণকারী সরকারি সংস্থা SPARRSO ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া। অধিদফতরের পূর্বাভাস সতর্কীকরণ সরবরাহকারী সংস্থা।

বালিকা ও নারীসমাজ-সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের অদৃশ্যরূপী শক্তি: বালিকা ও নারী সমাজকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পূর্ণরূপে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, যেন তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে-বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতি সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির সঠিক ব্যবহারের পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হবে এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আর তাহলে-ই তো নিশ্চিত হবে নিরাপত্তায় ঘেরা একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ।

নারী ও বালিকা-ই পরিবর্তনের শক্তিশালী নির্ধারক: "In their vital but roles, women remove the fabric of their cornmunities while men rebuilt the structurs." Helen Cox, Woman in Busnfr territory, " in enarson and Morrow (eds the Gendersad terrain of disaster, P. 142. নারীরাই কর্মী, তারাই আইন নির্ধারণকারী, তারাই সমাজসেবী, তারাই আদর্শ মডেল, তারাই নেত্রী, তারাই শিক্ষিকা-সর্বোপরি তারাই জননী। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে নারীসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের সাফল্য অর্জনের পথকে ত্বরান্বিত করবে। এজন্য, এ বিষয়ে প্রতিটি নীতি, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ আবশ্যকীয়।

দুর্যোগ ঝুঁকি-নারী ও বালিকা: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অতি পরিচিত পঙতি

“বিশ্বে যা’ কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”

জনসংখ্যার দিক হতে সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেক-ই নারী। আবার নারী ও বালিকারা-ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতির স্বীকার এবং ধ্বংসের প্রত্যক্ষদর্শী। আর তাদের এই সব অভিজ্ঞতা, বাস্তবসম্মত জ্ঞান, প্রতিকূলতার মাঝেটিকে থাকবার লড়াই হতে প্রাপ্ত জ্ঞান, দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা এবং আত্মরক্ষার সকল কৌশল-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়, তাকে অবলম্বন করে দুর্যোগ মোকাবিলার অধিকাংশ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ, সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এজন্য-ই শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কর্মসূচিতে নারী ও বালিকাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তুলতে হবে।

জেন্ডার ইকুয়ালিটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত: "If we are going to see real development in the world, then our best investment is woman."

Desmone Tutu, 1984, Nobel Peace Prize নারী পুরুষের বৈষম্য, ব্যবধান আমাদের সমগ্র নারী ও শিশুসমাজকে করে রেখেছে অবহেলিত, উপেক্ষিত ফলশ্রুতিতে কোনো জাতি অগ্রসর হতে পারে না। তাই, নারী-পুরুষের ব্যবধান সম্পর্কে পুরনো এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে নারী সমাজের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সর্বক্ষেত্রে। জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা সমতা আনতে হলে, শিক্ষা হতে শুরু করে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে আনতে হবে পরিবর্তন। বর্তমানে ধীরে ধীরে এটা সম্ভব হচ্ছে, কেননা নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা জাতিকূলতা ও বাঁধা পেরিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রেও অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় এবং একটি দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া যেখানে পুরুষ-নারী-উভয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-ই সহায়ক হবে-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রেও।

দৃষ্টিভঙ্গির আশু পরিবর্তন: নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে, নারী ও বালিকাদের ভূমিকাকে স্বীকার করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই যে কোনো দুর্যোগের মোকাবিলা করা সম্ভবপর ও সহজ হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে, পুরুষদেরকেও নারীদের সাথে সহায়করূপে এগিয়ে আসতে হবে এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বালিকা ও নারী সমাজের রয়েছে দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় আত্মরক্ষার বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, যার মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ণ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণে তারা অনস্বীকার্য ভূমিকা রাখতে পারবে। দারিদ্র দূরীকরণে, জলবায়ু পরিবর্তনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে-সর্বক্ষেত্রে নারী ও বালিকাদের ভূমিকা রাখতে হবে; যেন তাদের হাত ধরেই দেশ ও সমাজ একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যেতে সক্ষম হয়। বালিকা ও নারীসমাজই একটা স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ। তারাই পারে প্রাথমিকভাবে তাদের পরিবারকে, অতঃপর সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষদের প্রস্তুত—করতে যেকোন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মোকাবিলা করে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন আনয়ন করতে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদাহরণস্বরূপ: "Community Based Disaster Preparedness (CBDP) Program By Care INDIA দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত Qualitative (গুণগত) পর্যবেক্ষণ-যার মাধ্যমে নারী ও বালিকারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক দক্ষতামূলক কাজ শিখছে যেমন দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, রিলিফ ক্যাম্প তৈরি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে অব্যহিত হয়ে তার জন্য রিলিফ কাজকর্মে অংশগ্রহণ করছে। এই প্রক্রিয়ার অধীনে Village Disaster Management Committee (VDM)-ও কাজ করছে।

দৃষ্টান্ত: HillaryClinton, US Secretary of State, Haydee Redriguez, President of the Union of Co-operatives las Brumas in Nicaragua, Nicky Gavron, Former Deputy Myor of London, Sector Lorer Legaoda, Philipines advocates for disaster resiliar Puth Screen, Myor Women Co-ordinator." Maria Muta Sarse, Ugenda's Minister o Water and Environment-প্রত্যেকে-ই Gester Sunsitive Resilient Community - প্রসঙ্গে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমাদের করণীয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ও বালিকাদের যে ভূমিকা তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আলোকপাতকরণ। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসংগঠনের আয়োজন। জাতীয় সরকার, স্থানীয় নেতা-নেত্রীবৃন্দের একত্রিতকরণ এবং বিবিধ নীতি নির্ধারণ-প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেগুলোর বাস্তবায়ন। নারী ও বালিকাদের সহায়ক শক্তি রূপে একত্রিত হবার লক্ষ্যে পুরুষদের উৎসাহকরণ। নারী ও বালিকাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং সেগুলোর অধিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে বিভিন্ন নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে এসে নারী ও বালিকাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান। নারী ও বালিকাদের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহকরণ। সর্বোপরি, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, DRR Notwork, ISDR Notwork, Civil Society Orgarinztion felevision, Radio এবং বিভিন্ন শো এর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ও বালিকাদের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস: আগামী ১০ অক্টোবর, ২০১২ "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস" দুর্যোগ পূর্ববর্তা, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে নারী ও বালিক প্রতিরক্ষা ও পুর্নগঠনের যে আবশ্যম্ভাবী প্রচেষ্টা তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ও বালিকাদের যে ভূমিকা তাকে সকলের সামনে উদযাপন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ও বালিকাদের অবদানের কতিপয় দৃষ্টান্ত সকলের কাছে উপস্থাপন এ সকল উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই নির্ধারিত হয়েছে আজকের স্লোগান : "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ও বালিকাদের ভূমিকা।

উপসংহার:

আজকের এই দুর্যোগপ্রবণ পৃথিবী হতে দুর্যোগের সকল ঝুঁকি হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে এই আমাদেরকে-ই; যেখানে থাকবে নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্ব। গড়ে তুলতে হবে সবুজবান্ধব আবাসন, লিখে রেখে যেতে হবে সবুজ জীবনযাত্রার কথা। আর তবে-ই তা পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা উপহার দিতে পারব একটি সুন্দর সোনালী দিন এবং a Safer Tomorrow.

স্কুল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারীর রচনা

এসএম সাব্বির শেখ
মোহনগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
দশম শ্রেণী, ব্যবসায় শিক্ষা

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আমাদের করণীয়

পটভূমি: সবুজ-শ্যামলে, হরিতে-হিরণে সুন্দর এই পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট একটি দেশ-বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, লাল-সবুজের এই দেশটি সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত। প্রকৃতপক্ষে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক জায়গায় যে, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। দেশটি নদীবাহিত পলিমাটিতে তৈরি একটি বদ্বীপ বিশাল গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার প্রবাহ মিলিয়ে সাতশত নদী বয়ে গেছে এদেশের ওপর দিয়ে। তার উপর এদেশের দক্ষিণাংশজুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর যার আকার অনেকটা ওল্টানো ফানেলের মতো। ফলে সাগরে ঝড় উঠলেই প্রবল দক্ষিণা হাওয়ার তোড়ে সমুদ্রের লোনা পানি উঁচু হয়ে উঠে পড়ে নিচু উপকূল ডিঙ্গিয়ে। এতে সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, টর্নেডো, সাইক্লোন—তার সাথে নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ও জমিতে লবণাক্ততার আক্রমণ এসব প্রতি বছর লেগেই আছে। এমনি নানা দুর্যোগ এদেশের মানুষের জীবনকে, তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তছনছ করে দেয়।

বাংলাদেশের প্রকৃতিক দুর্যোগের শ্রেণীকরণ:-বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শ্রেণীকরণ মূলত: দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:-

ক) কৃত্রিম দুর্যোগ।
খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

কৃত্তিম দুর্যোগসমূহ মূলত: দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাছাড়া সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগ-বালাই মহামারী আকার ধারণ করে যা' দুর্যোগ আওতার মধ্যে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, এগুলো হল:-

১) বায়ুমন্ডলীয় প্রক্রিয়াসৃষ্ট বায়ুমন্ডলীয় দুর্যোগ।
২) ভূ- পৃষ্ঠের প্রক্রিয়াসৃষ্ট Exegetic দুর্যোগ।
৩) পৃথিবী-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াসৃষ্ট ভূ-গর্ভস্থ দুর্যোগ।

বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়াসৃষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগসমূহ হল- ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, হারিকেন, টর্ণেডো, খরা ইত্যাদি। ভূ-পৃষ্ঠের প্রক্রিয়াসৃষ্ট Exegetic দুর্যোগসমূহ হচ্ছে-বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধস, উপকূলীয় ভাঙ্গন এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ। পৃথিবী-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াসৃষ্ট ভূ-গর্ভস্থ দুর্যোগগুলো হলো—ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত। বাংলাদেশে বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ এবং Exegetic দুর্যোগের ঝুঁকি অধিক এবং এখানে ভূ-গর্ভস্থ দুর্যোগের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, উপকূলীয় ভাঙ্গন, ভূমিধস, প্রাকৃতিক কারণে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগ।

দুর্যোগ মোকাবিলার ঐতিহাসিক কাঠামো: দুর্যোগ মোকাবিলার সরকারি কাঠামো প্রথমে সৃষ্টি হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ঐ সময় ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন Indian Famine Commission-এ কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন করে। ঐ রূপরেখার আলোকে তৈরি করা হয় বাংলার দুর্ভিক্ষ ম্যানুয়াল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ ম্যানুয়ালে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এগুলো হল—

ক) প্রতি জেলা প্রশাসককে জেলার নদ-নদীর গতি, প্রকৃতি, আকারসহ ভৌত কাঠামো এবং ফসল উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।
খ) দুর্যোগ আক্রান্ত জেলায় খাদ্য সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা জানার জন্য টেষ্ট রিলিফ Test Relief কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।

সোজা কথায়—কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, যা শুধু এখন বাংলাদেশেই নয় অনুন্নত অনেক দেশেই চালু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ কর্মসূচির দায়িত্ব পালনের জন্য জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme বা WFP)। দুর্যোগসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের করণীয় কী সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশমালা বিদ্যমান।

দুর্যোগ পর্যায়সমূহ: দুর্যোগের পর্যায় তিনটি। যথা:-
১. দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়।
২. দুর্যোগের সময়।
৩. দুর্যোগ-পরবর্তী সময়।

দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময় দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ, প্রকৃতি, আকার এবং গতিপথ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। বন্যা সম্পর্কে মূলত: আবহাওয়া বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা-পূর্ব সতর্কীকরণ দপ্তরই এ কাজটি করে থাকে।

দুর্যোগ-পরবর্তী সময় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:-

১) **ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন:** দুর্যোগ-পরবর্তী সময় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সরকারের মুখ্য কাজ। এ কাজটি তৃতীয়পর্যায়ের। অতীতের পর্যালোচনায় দেখা যায় দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত সবাই ত্রাণ সাহায্য পায় না। এর কারণ মূলত দুইটি। যথা:-

ক) সরকারি সম্পদের স্বল্পতা হেতু সবাইকে ত্রাণ সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়।

খ) ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নে অনিয়মের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। সম্পদের স্বল্পতা হেতু ক্ষতিগ্রস্তদের সবাই ত্রাণ সাহায্য পায় না এবং তালিকা তৈরী নিয়ে অনিয়ম এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২. **বৈদেশিক সাহায্য:** বড় ধরণের দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বহুমুখী পুনর্বাসনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় -এর জন্য প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন। তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য আবেদন করা সম্ভব নয়। কারণ সাহায্যকারী দেশ বা সংস্থা ক্ষয়-ক্ষতির গ্রহণযোগ্য বিবরণ পরীক্ষা করে দেখতে চায়। প্রায়ই এসব দেশ বা সংস্থা নিজস্ব বিশেষজ্ঞ দিয়ে মাঠপর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে থাকে। এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। ১৯৮৮-৮৯ সালের বন্যা এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় এমনটিই হয়েছিল। দ্রুততম সময়ে কিভাবে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো যায় সে বিষয়টি মুখ্য।

৩. **অন্তর্বর্তীকালীন জরুরি সাহায্য: দুর্যোগ** পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন ত্রাণ সাহায্য বিতরণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ ও গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন। বিক্ষিপ্তভাবে ত্রাণ সাহায্য দেয়ার প্রবণতা বাংলাদেশে রয়েছে। এ প্রবণতা পরিহার করাই ভালো। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত Inter governmental panel on Climate Change (IPCC) এর প্রধান ঘোষণা করেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর সংস্থা The Alliance of small Island States (AOSIS) -এর নেতারা মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে এক সম্মেলনে বলেছেন, জলবায়ুর পরিবর্তন মানবাধিকারের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতি: ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বিআইডিএস 'BIDS'-এর অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী এবং বুয়েটের প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে তৈরি করে Multipurpose Cyclone Shelter Master Plan. ১৯৮৮ সালের বন্যার পরপরই Flood Action Plan প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে একটি ঘূর্ণিঝড়ে খুলনা অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল। সেবার বড় ধরণের জলোচ্ছ্বাস হয়। এ দুইটি বিষয় Flood Action Plan-এর সাত নম্বর কম্পোন্যান্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Flood Action Plan-এর ফাইভের বি-তেও সাইক্লোন বিষয়টি ছিল। অতি সম্প্রতি সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হয়।

১৯৯৯ সালের একটি Standing আদেশ আছে যেখানে রাজধানী, জেলা, থানা ও ইউনিয়নপর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কে কি করবে তা লেখা আছে। পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আদর্শিকভাবে একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট শতকরা ১৭.৫০ ভাগ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ বর্তমানে সরকার Post Bali Road নানা রকম কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়:

বাংলাদেশ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার প্যানেল সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮৭৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে ১১৭টি ঘূর্ণিঝড়।

১. **উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী:** সমগ্র উপকূলজুড়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলছেন তা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামির মতো ভয়াবহ দুর্যোগ, ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

২. **আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা:** উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান সমস্যা। এলজিইডির পরিসংখ্যান মতে-উপকূলীয় ১৪ জেলার ১ হাজার ৮২৭টি আশ্রয়কেন্দ্র মাত্র ১২ লাখ লোক দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে যা ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চাংশেরও কম।

৩. **Signal System -এ পরিবর্তন দরকার:** দেখা গেছে বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে একই Signal দেখাতে হয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বন্দর কেন্দ্রিক বন্দরগুলোকে ১০ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়। এটাকে করতে হবে মানুষ কেন্দ্রিক। মানুষকে বুঝাতে হবে কোন সংকেতের মানে কি। Signal -গুলো মানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার দরকার। এ বিষয় সাংকেতিক ভাষার চাইতে বেশি বেশি বিবরণমূলক তথ্য কাজে আসবে। একইভাবে আবহওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত খবরগুলো আরও বেশি সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৪. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:** অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ও আয়তন আর বাড়তে দেওয়া যাবে না। দেশের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

৫. **খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি:** দেশের খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণের জন্য সময়মত উপযুক্ত জমিতে এখনই বাড়তি ফসল ফলানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে খাদ্যের চাহিদা মেটানো অনেকটা সম্ভব হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

৬. **সুপরিকল্পিত নির্মাণ কার্যক্রম:** ঘরবাড়ি, দালানকোঠা এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করে প্রস্তুত করতে হবে যেন দুর্যোগের সময় বা পরে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালাতে কষ্টের মধ্যে না পড়তে হয়। দালানকোঠা,টিনের ঘর এমনকি বাঁশের ঘরও সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য দেশবাসীকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৭. **কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ:** দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে জনগণের দুর্যোগ মোকাবিলা করার দক্ষতা বাড়াতে কমিউনিটিভিত্তিক একটি বড় মাপের কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। বিশ্বের বহু দুর্যোগপ্রবণ দেশে বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পদের বীমা আছে।

৮. **স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন:** বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. আতিকুর রহমান। তিনি জানান, আরও বেশি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আর তা' শুধু সরকারিভাবে নয়। এর জন্য বেসরকারি উদ্যোগও এগিয়ে আসতে হবে।

৯. **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত প্রয়াস:** ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা। কৃষকদের জীবিকা ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বন্যার প্রভাব ভয়াবহ। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদন, উপাদানগুলো বিভিন্ন এজেন্সি থেকে সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এভাবেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত প্রয়াস ঘটানো সম্ভব হবে।

১০. **জবাবদিহিতাপূর্ণ নেতৃত্ব:** রাষ্ট্র ও সরকারের এমন নেতার প্রয়োজন, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বাস্তব জ্ঞানকে কাজে লাগাতে যারা গোটা জাতিকে অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। এমন একজন নেতা অবশ্যই প্রয়োজন। দুর্যোগ প্রমোশনের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি সব সময় যে সফল হবে তা নয়। যখন ব্যর্থ হবে তখন ঐ নেতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। তাহলে এ ব্যপারে লোকজনের আস্থা বাড়বে।

১১. **অর্থ সরবরাহ:** দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কাটাতে কি করতে হবে, এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে দুর্গত এলাকার মানুষের। কিন্তু এ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। দুর্গত এলাকার বেশির ভাগ মানুষের আয় থেকে বাড়তি টাকা থাকে না। কাজেই এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। গৃহ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এসব পুনর্গঠন কাজের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে দুর্গত মানুষের জীবন।

১২. **সম্মানজনক সহায়তা:** বেশির ভাগ দুর্গত মানুষের বাস গ্রামাঞ্চলে। তারা দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। এ অর্থে, তারা দেশের অন্যান্য জনগণের জীবনের মূল উৎস। কাজেই সম্মানজনক উপায়ে সহায়তা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। আমাদের কোন আচরণে তাদের সম্মান হানি করেছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ খতিয়ে দেখতে হবে। অনেক সময় আকাশ পথে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে শূন্য থেকে খাদ্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

১৩. **বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ:** নতুন করে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন অবকাঠামো তৈরী করতে হবে যা অন্য কাজেও লাগবে। এতে অবকাঠামো ভাল থাকবে। অর্থাৎ এক ধরণের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেন্টারগুলো এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

১৪. **উপকূলীয় রাস্তা নির্মাণ:** সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের তীর ঘেঁষে উচ্চ সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় পাকা বাঁধ বা পাকা রাস্তা যথাযথ ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে। গতানুগতিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নয় প্রস্তাবিত পাকা রাস্তা থেকে নিকটস্থ সব জেলার সাথে সংযোগ সড়ক থাকতে হবে।

১৫. **বহুমুখি মুক্ত চিন্তা:** বহুমুখি মুক্ত চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ছাড়া দুর্যোগ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের প্রাথমিক জ্ঞান ও সম্পদ থাকতে হবে। সংবাদ মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়সূচি নির্ধারণ ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি কাজ করে।

১৬. **সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন:** ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগর ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়ের একটা "বিডিং সেন্টার" পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে দিয়েছেন, ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরো বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হবে। এ বিবেচনায় সুন্দর বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নই শুধু নয়, উপকূল জুড়ে উল্লম্ব ও অনুভূমিক উভয় দিকে এর পরিকল্পনা বিস্তারে জন্য ভিত্তিতে পরিকল্পনা নেওয়া জরুরী।

উপসংহার: পৌন:পুনিক ভূমিকম্পের দেশ জাপান, লস্ এঞ্জেলস্ যদিটিকে থাকতে পারে, সমুদ্রবেষ্টিত হল্যান্ড, সুনামি-সাইক্লোনের জন্য খ্যাত ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, কঙ্গো যদিটিকে থাকতে পারে তাহলে বাংলাদেশ পারবে না কেন? ইতিহাস বলে, আজ বাংলাদেশে ঝড়, বন্যা, খরার যে, পৌন:পুনিক ছোবল তার জন্য কেবল প্রাকৃতিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। চৌদ্দ আনা দোষ মানুসের। Sunday Times-এর প্রতিবেদক বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ধ্বংসযজ্ঞের আশাঙ্কা সম্পর্কে এর কলামে লিখেছেন We are not doomed yet আমরা এখনও ধ্বংস হইনি; আর তাই এখনই এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত টেকসই ও স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল কোন দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে ব্যবস্থাপনা যত ভাল হয় ক্ষয়ক্ষতি তত কমানো যায়। সবধরণের দুর্যোগ মোকাবিলা করার মতো শক্তি ও সাহসের পাশাপাশি নিশ্ছিদ্র প্রস্তুতি ও সুসমন্বিত ব্যবস্থাপনা অবশ্যই থাকতে হবে। বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করতে হবে। তা না হলে বিশ্ব সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা খুঁজে পাওয়া বেশি কঠিন হবে।

“দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়” শীর্ষক আয়োজিত জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের চিত্রসমূহ

নদী জামান
সেন্ট যোসেফস্ উচ্চ বিদ্যালয়
সপ্তম শ্রেণী
নাটোর

প্রথম স্থান বিজয়ী

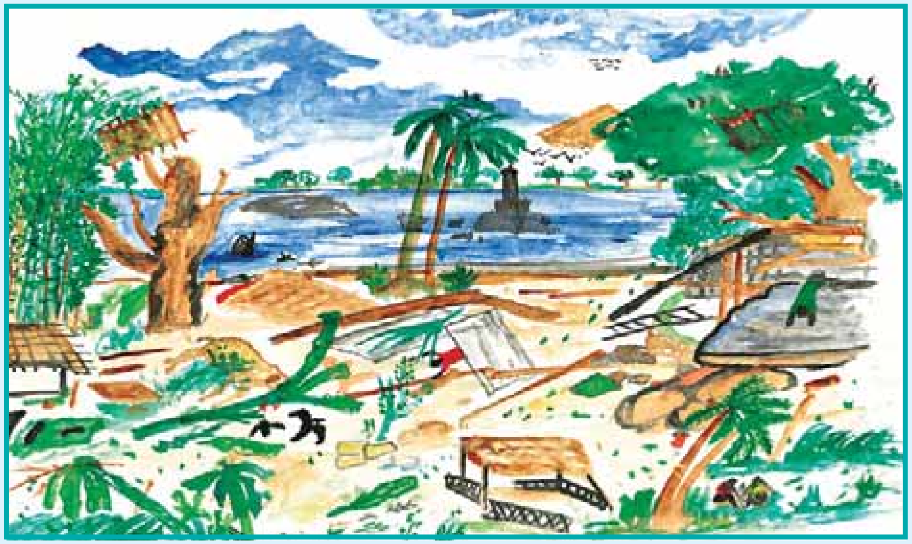

ফাহমিদা ফায়েজ প্রভা
পয়েন্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
পঞ্চম শ্রেণী
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

দ্বিতীয় স্থান বিজয়ী

"দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক আয়োজিত জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের চিত্রসমূহ

মাহমুদুল হাসান তনয়
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
সপ্তম শ্রেণী
ময়মনসিংহ

তৃতীয় স্থান অর্জনকারী (যুগ্ম)

মো: ইসতিয়াক হোসেন ইমন
ইউটিডিসি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
পঞ্চম শ্রেণী
বরগুনা

তৃতীয় স্থান অর্জনকারী (যুগ্ম)

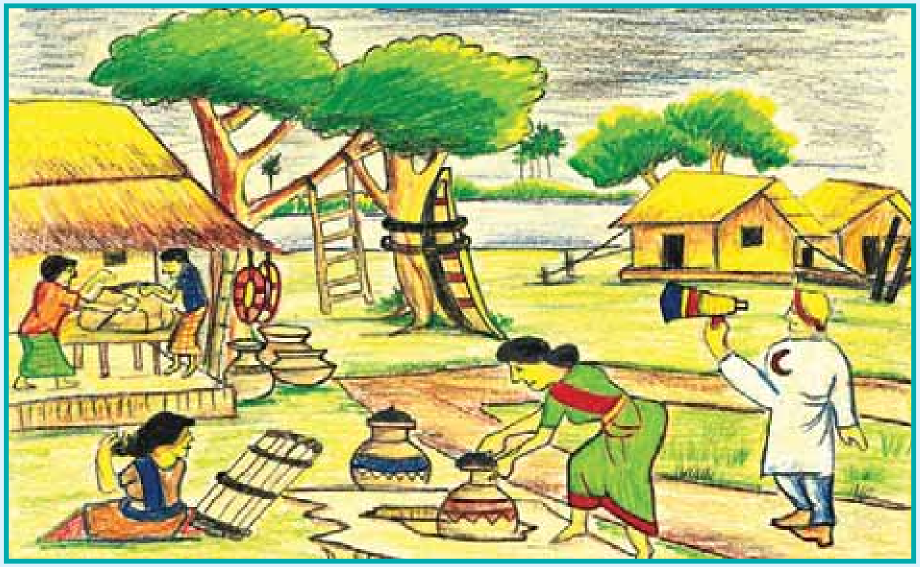

"দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক আয়োজিত জাতীয় রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	রচনা	চিত্রাঙ্কন
০১	ঠাকুরগাঁও	শ্রী সাবিত্রী সিন্‌হা, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ শাখা বেলী, লাহিড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ফাহমিদা ফায়েজ প্রভা, পঞ্চম শ্রেণী, রোল নং-০১ পয়েন্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
০২	সিরাজগঞ্জ	মোছাম্মৎ সুরাইয়া আক্তার (তৃষা) হামিদা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	মো: হোসাইন আল মাহীন, দ্বিতীয় শ্রেণী, শাখা-জবা ঝিকিড়া বন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
০৩	ময়মনসিংহ	মো: আইনুন নিশাত, নবম শ্রেণী, রোল নং-০২, শাখা-ক গফরাগাঁও ইসলামীয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	মহমুদুল হাসান তনয়, সপ্তম শ্রেণী ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
০৪	চাঁদপুর	সালমা আক্তার, ৯ম শ্রেণী, রোল নং-১০২ নিজমেহার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	নাভিল জাহান প্রীতি, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-১৫ ফরিদগঞ্জ এ, আর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
০৫	সিলেট	মরিয়ম আক্তার আম্বরখানা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ	মো: তানভীর হায়দার চয়ন, চতুর্থ শ্রেণী গোয়াইনঘাট আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
০৬	নেত্রকোনা	এস.এম সাব্বির শেখ, দশম শ্রেণী, রোল নং-০১ ব্যবসায় শিক্ষা মোহনগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	সামিয়া আক্তার নির্জনা, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-৪৩ শাখা-ক, মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
০৭	নীলফামারী	তানজিরা আক্তার পিয়াসী, নবম শ্রেণী শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়	মো: ইমরান সরকার, অষ্টম শ্রেণী, শাখা-ক ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
০৮	বগুড়া	লাকী আক্তার, নবম শ্রেণী শাখা-খ, মাঝিড়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোছা: হাবিবা সুলতানা (লিমা) পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল
০৯	সুনামগঞ্জ	সুদীপ চন্দ, নবম শ্রেণী, রোল নং-০৪, শাখা-ক ছাতাক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	শ্রাবন্তী সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী জগন্নাথপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মো: মাহমুদুল হাসান, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১, শাখা-ক রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	সাজিদ মাহমুদ নিলয় খাগড়াছড়ি ক্যাম্পাস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
১১	কুষ্টিয়া	সুবহে সাদিকা দশম শ্রেণী, ব্যবসায় শাখা	মোছাম্মৎ শারমিন আক্তার, সপ্তম শ্রেণী রোল নং-১৮, মেরিট মডেল স্কুল
১২	নরসিংদী	সাখিয়া জাহান প্রীতি, দশম শ্রেণী রোল নং-০৩ সেরাজনগর এম. এ. পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	হাসিবুল হাসান উষ্ণ, ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং ৫০ নরসিংদী আইডিয়াল হাইস্কুল

ক্রমিক নং	জেলার নাম	রচনা	চিত্রাঙ্কন
১৩	মাগুরা	ফাহিম ফিরোজ শাকিব, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	সৈয়দ সামিরা তাবাচ্ছুম, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-২৮ শাখা-ক, মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১৪	পিরোজপুর	আসিফা আক্তার টোনা সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মো: ফেরদৌস খান, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-৪ সিরাজুল হক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
১৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	মো: সাজ্জাদ উদ্দীন (সৌরভ), দশম শ্রেণী, রোল নং-০১ নাইক্ষ্যংছড়ি ছালেহ আহমদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	অজন্তা অঞ্চদ্যা, দশম শ্রেণী বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
১৬	নড়াইল	তাসমিম সুলতানা মৌলি, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ লক্ষ্মীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়	মো: শাহরিয়ার আলম তন্ময়, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং- ৪ লক্ষ্মীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়
১৭	হবিগঞ্জ	ছায়েদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী, রোল নং-১ বার্মে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	
১৮	গোপালগঞ্জ	জয়তী বিশ্বাস ঐশী, নবম শ্রেণী, রোল নং-১ বিনাপানি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিবা নাসরিন নিরামনি, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-১৬ বিনাপানি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১৯	ঝিনাইদহ	সাদিক হেলেন ইমি নবম শ্রেণী, রোল নং-০৩	শারমিতা রওশন মিতু, সপ্তম শ্রেণী রোল নং-৩৫
২০	মেহেরপুর	মো: মাকসুরাত মুবিনীন, নবম শ্রেণী, রোল নং-০৩ মুজিব নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শর্মিলা মৈত্র, পঞ্চম শ্রেণী, বি. এম. মডেল (GPS) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২১	নারায়ণগঞ্জ	মো: মামুন, দশম শ্রেণী, রোল নং-০২ হাজী নূরউদ্দিন আহম্মেদ উচ্চ বিদ্যালয়	রায়হান সরকার জয়, পঞ্চম শ্রেণী, রোল নং-৪৩ আদর্শ শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২২	চুয়াডাঙ্গা	সায়মা আফসানা শুচী, নবম শ্রেণী, রোল নং-১১ দামুড়হুদা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	মাহরিন সাদিয়া, অষ্টম শ্রেণী, শাখা-ক দামুড়হুদা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
২৩	যশোর	সামারিয়া নাওরিন পর্ণা, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জেসিকা জেমিন ঐশি, চতুর্থ শ্রেণী, রোল নং-৭ ঝিকরগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৪	ঝালকাঠি	১। সুমাইয়া হক মুমু, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ২। অমিত দাস, ৩য় শ্রেণী, রোল নং-০১	মো: নাসির উদ্দিন, সপ্তম শ্রেণী ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
২৫	বরগুনা	১। আনিফা ফারহাত রাফি চরকলোনী হামিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২। ফারজানা ইয়াসমিন, ৯ম শ্রেণী, রোল নং-০৯ বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মো: ইসতিয়াক হোসেন ইমন, পঞ্চম শ্রেণী, রোল নং-০২ ইউটিডিসি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রমিক নং	জেলার নাম	রচনা	চিত্রাঙ্কন
২৬	সিলেট	আয়শা আখতার উর্মি, নবম শ্রেণী, রোল নং-০১ হাজী মফিজ আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	উর্মি আক্তার, পঞ্চম শ্রেণী রোল নং-৫
২৭	সিরাজগঞ্জ	নিহাজ ফারহানা সোহাগপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	
২৮	নওগাঁ	নাঈম আহম্মেদ (প্রান্ত), ১০ম শ্রেণী, রোল নং-০৩ জাহাঙ্গীরপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	সুমাইয়া আক্তার বিথী, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-০২ জাহাঙ্গীরপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
২৯	জামালপুর	জেরিয়াতুল হাফসা জেরিন, ১০ম শ্রেণী, রোল নং-২ বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সায়মা বিনতে হালিম, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-০২ বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৩০	বাগেরহাট	শ্রেষ্ঠা সায়ন্তিকা মৈত্র, নবম শ্রেণী মারলগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মুমু কাজী, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-২০ চিতলমারী এস এম মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
৩১	পটুয়াখালী	শারমিন ইসলাম লাবণ্য সমবায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাবরিনা আক্তার মিতু সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-২০৩
৩২	লক্ষ্মীপুর	ফাহিমা জাহান মাহমুদ, ১০ম শ্রেণী, রোল নং-০১ আলেকজান্ডার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	শারমিন আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং-০২ তোয়াহা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৩৩	ফেনী	মাহমুদুর রহমান পাবেল ছনুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	সাইদুল ইসলাম (মারুফ) জগতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৪	টাঙ্গাইল	মো: ইসমাইল হোসেন, নবম শ্রেণী রোল নং-০১, যদুনাথ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	মেরিনা ইসলাম, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-০২ বাসাইল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
৩৫	কুমিল্লা	মিথিলা ফারজানা, ১০ম শ্রেণী, রোল নং-০১ মুরাদনগর নূরুন্নাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	উম্মে সুমাইয়া লতিফ (সুপর্না), ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং-০৭ চৌদ্দগ্রাম মাধ্যমিক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়
৩৬	নাটোর	মো: শাহীদ হাসান, নবম শ্রেণী, রোল নং-৫২ লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয়	নদী জামান, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং-৭০ সেন্ট যোসেফস্ উচ্চ বিদ্যাল,
৩৭	মৌলভীবাজার	সীমা দেবনাথ, নবম শ্রেণী	মনীষা দেব, অষ্টম শ্রেণী, রোল নং-১ কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা

রচনা প্রতিযোগিতা (ক. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) পর্যায়ে

দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসে নারী ও বালিকাদের ভূমিকা

নাম	ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর	স্থান
নাজিয়া আন্দালিব	আদ দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যশোর	প্রথম
মো: সালাহ উদ্দিন	ঢাকা কলেজ, ঢাকা	দ্বিতীয়
মো: রেজাউল ইসলাম	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা	তৃতীয়

রচনা প্রতিযোগিতা (খ. নবম ও দশম শ্রেণী) পর্যায়ে

দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়

এসএম সাব্বির শেখ	দশম শ্রেণী, রোল-০১, ব্যবসায় শিক্ষা, মোহনগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা	প্রথম
ফারজানা ইয়াসমিন	নবম শ্রেণী, রোল-০৯, বিজ্ঞান (দিবা), বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরগুনা	দ্বিতীয়
সালমা আক্তার	নবম শ্রেণী, রোল-১০২, নিজমেহার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর	তৃতীয়

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (গ. অষ্টম শ্রেণী) পর্যায়ে

প্রতিপাদ্য- দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও আমাদের করণীয়

নদী জামান	সেন্ট যোসেফস্ উচ্চ বিদ্যালয়, সপ্তম শ্রেণী, রোল ৭০	প্রথম
ফাহমিদা ফায়েজ প্রভা	পয়েন্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চম শ্রেণী, রোল ০১	দ্বিতীয়
মাহ্মুদুল হাসান তনয়	ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, সপ্তম শ্রেণী	তৃতীয় স্থান (যুগ্ম)
মো: ইসতিয়াক হোসেন ইমন	ইউটিডিসি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চম শ্রেণী রোল: ০২, শাখা: ক	তৃতীয় স্থান (যুগ্ম)

Saadi Islam
Department of Geography
& Environment
University of Dhaka

সার্কভুক্ত দেশসমূহের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০১২ সনে আয়োজিত “দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস ও আমাদের করণীয়” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগতায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত তৃতীয় স্থান অধিকারীর রচনা।

"Women and Girls: The [in]Visible Force of Resilience"

'In Bangladesh, women char-dwellers increase food security through homestead gardening and food processing and storage, and preserve the seeds of a great variety of food crops and vegetables. Composting kitchen waste provides soil-enriching fertilizer. Women here also preserve rainwater by coating the pits they dig with cow dung and select fast-growing seedlings to make char soils more stable. They prepare for floods by securing fodder for their livestock and planting trees around the low houses they build with local materials and cross-bars for wind protection.[2]"

Bangladesh is a disaster prone country. These disasters range from ravaging tornadoes to devastating floods. But above story of Bangladeshi women taking the lead to build disaster-resilient country contrasts vividly with the more familiar images of women as passive and needy victims flashed around the world in the aftermath of every major disaster.

Defining Disaster:

'Disaster' is defined differently by different people: to some 'disaster' is a summative concept'[2] or a 'sponge world'[3]. Some researchers mentioned disaster as a 'collective stress situation',[4] while others identified it with 'social crisis period'[5] Disasters are categorized in two ways: "natural" disasters, refers to earthquakes,' "Cyclones; volcanic eruptions, floods, landslides, and "man-made" disasters, which include wars, riots, industrial and biological accidents, droughts, famines, and epidemics.

Resilience:

According to DFID, 'Disaster Resilience is the ability of countries, communities and households to manage change, by maintaining or transforming living standards in the face of shocks or stresses-such as earthquakes, drought or violent conflict-without compromising their long term prospects'.[6] Most definitions of resilience share four common elements: context, disturbance, capacity to deal with disturbance and reaction to disturbance. Together these elements form a resilience framework.

Impact of Disaster on Women and Girls:

Women and girls are more than half of the world's population and are among the most affected by disasters. For an example, in 1991, during the cyclone disasters in Bangladesh, of the 140,000 people who died, 90% were women.7 Existing gender based inequalities interact with social class, race, ethnicity, and age, putting them at high risk in various stages of disaster.

The Invisible Force of Resilience:

Women and girls are portrayed as the victims of disaster, and their central role in response to disaster, relief work and post disaster reconstruction is often overlooked. But there, is no doubt; they are the invisible force of resilience. According to the IDNDR, 'women's knowledge of local people and ecosystems, their skills and abilities, social networks and community organizations-helps communities mitigate hazardous conditions and events, respond effectively to

disasters when they do occur, and rebuild in ways that leave people more, not less, resilient to the effects of subsequent disasters.[8]

Role of Women and Girls in Resilience: Bangladesh Perspective:

The following are some of the role played by women and girls in Bangladesh to make country disaster resilience:[9]

A) Avoidance/Prevention:

- **Predicting and preparing for disasters:** In the flood-prone areas, women have used their own science and arts to predict floods.
- **Protecting houses and homesteads:** Before the flood or cyclone season, women and girls try to make their houses more resilient to disasters by reinforcing walls and roofs with locally available resources, increasing the plinth level of households and elevating the level of cow sheds.
- **Storing essential items:** Women and girls preserve fuels, matches, dry food, ropes and medicine at home and prepare portable mud stoves for future use. They often collect firewood to store in dry places for later use. Many of them store cooking utensils, productive assets and other valuables under the soil to protect them from being washed away by cyclones.
- **Educating children:** Teaching life-saving skills such as swimming and understanding cyclone signals are examples of how women prepare their children.

B) Management:

- **Safety of family members:** During disasters, women must constantly look after children, elderly and disabled family members, and animals to ensure their safety. In flood-prone areas, women prepare elevated platforms for family members.
- **Ensuring food security:** When a household faces a food crisis during or after a disaster, women and girls are responsible for adjusting household food consumption by changing the type of food eaten or by consuming less. Household works: Workload distribution within the family disproportionately affects women during a disaster. When male members become unemployed, daily work for women increases even more as they have to manage resources, feed the family and look after the elderly.
- **Migration and alternative employment:** In the post disaster period, many women and girls migrate as an adaptation strategy. The major activities that employ women in urban areas include serving as domestic help, brick breaking, sewing, jute bag making, ash selling, fish and vegetable vending, selling rice cakes arid working in the RMG industry.

C) Recovery:

Rebuilding houses, re-stocking livestock, securing an income, repaying borrowed money, treating affected family members, and restoring other aspects of life such as children's education are all parts of recovery from disasters. In all of these activities, women and girls are actively involved.

Role of Women and Girls in Resilience: SARC Experiences:

South Asia is the worst disaster affected sub continent in the world. Studies carried out in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka on 'Gender issues in disasters' show female, are playing a great role in building sustainable and disaster resilient communities.10 The following are some of the role played by them:

Risk managers:

Women in South Asian societies play a major role in risk and emergency management. Taking care of the family in emergencies, taking children and animals to safety, and the storage of food and other essential items, are some of the functions carried out entirely by women in such situations,"[2]

Living with floods:

In Bangladesh, women take on the role of preparing and storing food items, which can be the source of energy and nutrition for the family for days when the floods come. Women in Jhang area in Punjab, Pakistan, have mastered the skills to survive floods through generations.[12]

Vigilance:

Gondennawa, in Sri Lanka is an area where people live in constant fear of landslides and rock falls. Women and girls in this area have taken the initiative to form themselves into vigilant groups along with men to keep. vigil in the nights, for possible threats of rock fall during the heavy monsoons, so that they can alert the neighbors to run for safety.[13]

Surviving drought:

In the dry zone of Sri Lanka, people face scarcity of food and water during dry periods. Women, resort to various mechanisms to survive the difficult conditions.'[14]

Drought in dessert:

In Tharparkar dessert area in Pakistan, women and girls carry the responsibility of ensuring drinking water needs of the family during the long dry months which last 6-8 months a year.[15]

When disaster hits:

A study on floods in Jolpur, Bangladesh observes that the social networks of women provide emergency survival support during floods. They are the first to provide nursing care to the most affected family members, before any official relief work begins.[16]

Post disaster rebuilding:

Women and girls contribute in a variety of forms, along with their regular chores of preparing food, collecting water and fuel wood. A research conducted in the earthquake hit Gujarat in 2001 records the role women played in post-quake reconstruction.[17]

Recommendations for Turning Women and girls to Resource:

Women and girls can contribute to make a country disaster resilience in the following three phases, namely:

A) Preparedness phases:

❍ Awareness building
❍ Building early warning and communication systems
❍ Mapping risks, resources and capacities
❍ Formulate strategies to increase resilience
❍ Skills development
❍ Networking & knowledge exchange
❍ Capacity building
❍ Practice of safety measures
❍ Learning about First Aid
❍ Improving health care & access
❍ Preparation and implementation of family & community disaster plans
❍ Participation in the testing disaster plans
❍ Learning infrastructure construction skills
❍ Securing land, housing & shelters
❍ Engage with institutional actors
❍ Maintain strong partnerships with local and national government
❍ Membership in decision-making bodies
❍ Organizing communities
❍ Conserving natural resources
❍ Accessing institutional funds

B) Response phases:

❍ Search and rescue
❍ Shelter management
❍ Maintaining environmental health
❍ Identification of needs and available resources
❍ Emergency feeding, clothing
❍ Provision of First Aid
❍ Care about vulnerable groups
❍ Providing emotional support for community member
❍ Addressing needs of relief workers

C) Recovery phases:

- ❍ Support for the restoration of primary health care service
- ❍ Replanting of crops,
- ❍ Resettlement of refugees
- ❍ Making provision for water storage facilities
- ❍ Assisting with reconstruction of damaged infrastructures

Conclusion:

Unfortunately, women and girls' .roles in overall disaster management are often unrecognized. But their skills and contributions are crucial in this field. The stories presented here proved that female are capable to make country disaster resilience. So, we should make a change in the approach towards disaster management, where women and girls' contributions are recognized and appropriate space given them to utilize their potentiality. Women and girls must be empowered and guaranteed their human right, equality and equity of they are to truly realize potential for positive change and contribute to sustainable development particularly in the area of environmental and natural resource management, governance, socioeconomie development and urban and land use planning which are the four key drivers of disaster management. Surely, this will turn them from 'Most Vulnerable' to a 'Force of Resilience'.

References:

[1] Chovvdhury, M., (2001). 'Women's Technological innovations and Adaptations for Disaster Mitigation: A Case Study of Charlands in Bangladesh and other papers'. UN Division for the Advancement of Women Expert Group Meeting, Environmental Management and the Mitigation of Natural Disasters: a Gender Perspective.

[2] Kreps, G. A., (1984). 'Sociological Inquiry and Disaster Research'. Annual Reviews,vol. 10.

[3] Quarantelli, E. L. & Dynes, R. R., (1970;. 'Editors' introduction'. American Behavioral Scientis, 13: 325:330.

[4] Barton, A. H., (1969). 'Communities in Disaster: A Sociological Analysis of Collective Stress Situations'. Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc.

[5] Quarantelli, E.L. and R. R. Dynes. (1977). 'Response to Social Crisis and disaster'. Annual Review of Sociology, 3: 23:49.

[6] Department for International Development, (November 2011). 'Defining Disaster Resilience: A DFID Approach'.

[7] IUCN (2004). 'Climate Change and Disaster Mitigation: Gender Makes the Difference'.

[8] Women 2000 and beyond, (April 2004). 'Making Risky Environments Safer Women building sustainable and disaster resilient communities'. UN Division for the Advancement of Women Department .of Economic and Social Affairs.

[9] Climate Change and Gender in Bangladesh: Information Brief. Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh.

[10] Ariyabandu, M. (2003). 'Women: the risk managers in natural disasters'. Voice of Women, Volume 6, Issue 1, Colombo.

[11] Ibid
[12] Ibid
[13] Ibid
[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Ibid
[17] Ibid

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১২ কর্মসূচি, কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহ

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি এবং এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ও উপ-কমিটি-(কমিটি প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে) সমূহের কার্যাবলি ও গঠন রূপ নিম্নে বর্ণিত হলো

উদ্বোধনী ও আলোচনা অনুষ্ঠান

স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
সময়: সকাল ০৯.৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং ইউএনডিপি'র বাংলাদেশ প্রধান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

প্রস্তুতি পর্ব ও আরব্ধ কর্ম নির্ঘণ্ট

- ❑ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সার্বিক সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি তথ্যসহ আমন্ত্রণ পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ; এবং অতিথিদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি উপ-কমিটি কাজ করেছে। এছাড়া ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা শহরের ৪০৮টি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শরীরচর্চা শিক্ষকগণের উপস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদ্‌যাপনের বিষয়ে একটি সভানুষ্ঠান;
- ❑ সিডিএমপি কর্তৃক দুর্যোগ সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে দেশব্যাপী ১০ লক্ষ লিফলেট বিতরণ পর্বারম্ভ।
- ❑ মঞ্চ ও আসন বিন্যাস; স্মরণিকা, লিফলেট, এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিগত বছরের এ দিবস উদ্‌যাপন প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ সহ দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত ব্যাগে সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে বিতরণ।
- ❑ প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কনের ৩ x ৩ =৯ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদানার্থে আমন্ত্রণ জানানো।

বাস্তবায়নে: এনপিডি, সিডিএমপি ও সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা উপ-কমিটি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা উপ-কমিটি

(১) অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২) যুগ্ম-সচিব (দুব্যপ্র), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
(৪) উপ-প্রকল্প পরিচালক, সিডিএমপি	সদস্য
(৫) পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি	সদস্য
(৬) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, উপ-পরিচালক, মাউশি	সদস্য
(৭) জনাব আব্দুল লতিফ খান, ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, সিডিএমপি	সদস্য
(৮) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৯) উপসচিব (দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব
(১০) শায়লা শহীদ, সিডিএমপি	সদস্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতি এবং আমন্ত্রণপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ উপ-কমিটি

(১) পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
(২) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(৩) সিডিএমপি প্রতিনিধি	সদস্য
(৪) নারী প্রতিনিধি	সদস্য

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনার পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের বিষয়ভিত্তিক দুর্যোগ প্রশমন ও প্রতিপাদ্যের আলোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হবে।

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

(১) জনাব অসিত কুমার মুকুটমণি, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় — আহবায়ক
(২) জনাব প্রার্থ প্রতীম দেব, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) — সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, ডিএমবি-এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৪) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি — সদস্য
(৫) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৬) শিল্পকলা একাডেমী'র প্রতিনিধি — সদস্য
(৭) জনাব আব্দুল লতিফ খান, ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, সিডিএমপি — সদস্য-সচিব

র‌্যালী

(১) "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপন উপলক্ষে দিবসের প্রারম্ভে একটি র‌্যালী অনুষ্ঠিত হবে। র‌্যালীটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনেক্স ভবন চত্বর হতে শুরু হয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন-এ শেষ হবে। এ ছাড়াও দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আব্দুল গনি সড়ক এবং রোকেয়া স্মরণির জাতীয় সংসদ অংশ থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে রঙিন পতাকা, পোস্টার ও ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হবে। র‌্যালীটি সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি উপ-কমিটি কাজ করে আসছে।

প্রস্তুতি পর্ব ও আরব্ধ কর্ম নির্ঘণ্ট

❑ দিবস উদযাপনমূলক লোগোসহ টি শার্ট,ক্যাপ প্রস্তুতকরণ।
❑ র‌্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির ব্যবস্থা গ্রহণ লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রভৃতি অফিসের সংগে সুযোগ ও আমন্ত্রণ প্রেরণ।
❑ বর্ণাঢ্য র‌্যালীতে দিবস ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পোস্টার, ফেস্টুন,ব্যানার বহন ও ফায়ার সার্ভিসের ব্যান্ড দলের অংশগ্রহণ।

বাস্তবায়নে: র‌্যালী উপ-কমিটি

র‌্যালী উপ-কমিটি

(১) জেলা প্রশাসক, ঢাকা — আহবায়ক
(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রতিনিধি — সদস্য
(৪) জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা — সদস্য
(৫) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৬) সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিনিধি — সদস্য
(৭) এস, এম, এ, মুঈদ, RIC -এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৮) সামিনা আখতার, প্লান বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি — সদস্য
(৯) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), ঢাকা — সদস্য-সচিব

ভূমিকম্প সচেতনতা মহড়া অনুষ্ঠান

(ক) "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপন উপলক্ষে দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (ঢাকা শহরের ৪০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাদে) ১৩ অক্টোবর, ২০১২ তারিখ ভূমিকম্প সচেতনতা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রস্তুতি পর্ব ও করণীয় কর্ম পদক্ষেপ

❑ মহাপরিচালক (মাউশি) এবং মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
❑ ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড এবং দুর্যোগের সময় করণীয় বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ। এ বিষয়ে সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ও প্রিয় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দুর্যোগে ক্ষতিহ্রাসে জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ। জেলা প্রশাসক, জেলা শহরের একটি স্কুলে ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি স্কুলে উপস্থিত থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ।
❑ ঢাকা শহরের ৪০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪ অক্টোবর, ২০১২ ভূমিকম্প সচেতনতা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠান।
❑ এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে সচিবের স্বাক্ষরে ডিও পত্র প্রেরণ।
❑ ঢাকা শহরের যে কোন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মহড়া অনুষ্ঠান আয়োজন।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো/দুব্যত্রাম, জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী স্কুল এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে দুই ভাগে রচনা প্রতিযোগিতা ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ:

"দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি, সহায়ক শক্তি বালিকা ও নারী" ও "দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বালিকা ও নারী"। আর চিত্রাংকন প্রতিযাগিতার বিষয় "বস্তু দুর্যোগ ঝুকিঁ হ্রাসে বালিকা ও নারীদের ভূমিকা"।

প্রস্তুতি পর্ব ও করণীয় কর্মধারা

- ❑ দুটি পর্যায়ে রচনা প্রতিযাগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজনের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
- ❑ স্কুল পর্যায়ের দুটি প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আনয়ন।
- ❑ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রথম, ২য়, ৩য় স্থান নির্ধারণ ও পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে আলোচনা উপ-কমিটিতে তথ্য প্রেরণ।
- ❑ জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারীদের তথ্য ও ঠিকানা এবং ছবি স্মরণিকা উপ-কমিটিতে প্রেরণ (এই অংশ বাস্তবায়নে ডিজি, ডিএমবি)

রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপ-কমিটি

(১) পরিচালক (এমআইএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
(২) জনাব মো: মোতাহার হোসেন, উপ-পরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(৪) সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫) বেগম শায়লা শহীদ, কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া স্পেশালিস্ট, ডিএমবি	সদস্য
(৬) বেগম শাহনাজ রব, উপ-পরিচালক (প্রশমন), ডিএমবি	সদস্য-সচিব

স্মরণিকা

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে। দিবসটির সংগে সম্পর্কিত ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত বাণী ও অতিথিবৃন্দের বাণী, রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদের প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারীর চিত্র, ড. মাহবুবা আলম নাসরীনের Key Note Paper ও কল্যাণ কর্মে জীবন উৎসর্গকারী সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচিতি প্রভৃতি স্মরণিকায় স্থান পাবে।

স্মরণিকা প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

(১) জনাব অসিত কুমার মুকুটমণি, অতিরিক্ত-সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২) জনাব আলী আহসান, যুগ্ম-সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিনিধি	সদস্য
(৪) অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫) মো: কামরুল হাসান, উপ-সচিব (দুব্যক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) মো: কাওসার আলী, উপ-সচিব (বাজেট) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, উপ-পরিচালক, মাউশি	সদস্য
(৮) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৯) শায়লা শহীদ, কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট	সদস্য
(১০) জনাব মো: মাজেদুর রহমান, সহকারী প্রধান, দুব্যত্রাম	সদস্য-সচিব

ক্রোড়পত্র

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উদযাপন উপলক্ষে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্র উপ-কমিটি ক্রোড়পত্রটি প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রদর্শনী উপ-কমিটি

(১) পরিচালক (প্লানিং ও ট্রেনিং), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
(২) সিডিএমপি'র প্রতিনিধি	সদস্য
(৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৪) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৫) পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি	সদস্য-সচিব

টক-শো

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২" উপলক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ১২ অক্টোবরের মধ্যে সরকারি ও বে-সরকারি ০৭টি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো'র আয়োজন করা হবে। টক-শো উপ-কমিটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ বিষয়ে নির্বাচিত চ্যানেলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে টক-শো সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থপনা:

টক-শো উপ-কমিটি

(১) পরিচালক (এমআইএম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
(২) উপ-সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) বেগম শায়লা শহীদ, কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া স্পেশালিস্ট, ডিএমবি	সদস্য
(৪) জনাব আব্দুল লতিফ খান, ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, সিডিএমপি	সদস্য-সচিব

প্রদর্শনী (এক্সিবিশন)

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের প্রদর্শনী হলে বিভিন্ন স্টল-এর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে ডিএমবি, সিপিপি, ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কেয়ার বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য এনজিও এবং INGO অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রদর্শনী উপ-কমিটি

(১) পরিচালক (প্লানিং ও ট্রেনিং), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
(২) সিডিএমপি প্রতিনিধি	সদস্য
(৩) নারী প্রতিনিধি	সদস্য
(৪) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রতিনিধি	সদস্য
(৫) পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি	সদস্য-সচিব

দেশব্যাপী (উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে) দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নেয়া এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও কার্যকরকরণের জন্য একটি মনিটরিং উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

দেশব্যাপী দিবস উদযাপন সমন্বয় ও মনিটরিং উপ-কমিটি

(১) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	আহবায়ক
(২) পরিচালক (প্লানিং এন্ড ট্রেনিং), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
(৩) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, উপ-পরিচালক, মাউশি	সদস্য
(৪) নারী কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৫) সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬) সিডিএমপি'র প্রতিনিধি	সদস্য
(৭) পরিচালক (কাবিখা), ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

বাজেট

দিবসটি যথাযথ উদযাপনের জন্য আর্থিক, কারিগরি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন। প্রতি বৎসর দিবস দু'টি উদ্‌যাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান বাজেট রাখতে পারে।

(সংকলিত: সভার কার্যবিবরণী স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.০৩০.১২.৪৭২. তাং-১০/০৯/২০১২)

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদ্‌যাপন প্রতিবেদন

পটভূমি: ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্রের প্রকোপ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধস, খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের জনজীবনে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এদেশ সিসমিক জোনে (Seismic Zone) অবস্থিত হওয়ায় বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে এনে জনগোষ্ঠীর মনোবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের ভূমিকম্পসহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে সকল স্তরের জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগে জীবনহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৮৯ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০-১৯৯৯ মেয়াদে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দশক পালন করা হয়। জাতিসংঘের ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) উদ্যোগে ২০০০ সন হতে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বুধবারে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন করা হতো। এ দিবসটি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন পরিপত্রে ‘গ’ শ্রেণীভুক্ত থাকায় প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে সীমিত কলেবরে পালন করা হত। গত ৩ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভা বৈঠকে এ দিবসটি ‘গ’ শ্রেণী থেকে ‘খ’ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুমোদন ও দিক-নির্দেশনা এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির (সিডিএমপি) সহায়তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (ডিএমবি) এ বছর সমগ্র দেশব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ২০১১’ উদযাপন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’-এ বিশ্বের সকল শিশু ও যুবকদেরকে আমরা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অংশীদার-আমরা কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছি’ স্লোগানের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহবান করা হয়। ১৩ই অক্টোবর ২০১১ তারিখে আন্তর্জাতিকভাবে এইমর্মে আহবান জানানো হয় যে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি কমিউনিটির বিশেষতঃ দরিদ্র ও বিপদাপন্ন গোষ্ঠির ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করা সম্ভব। UNISDR- প্রণীত আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্যের সাথে মিল রেখে বাংলায় ২০১১ সনের প্রতিপাদ্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়:

“শিশু ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ
করতে পারে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন”

সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় হলো জনসচেতনতা বৃদ্ধি। এ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস এবং আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সজাগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপোযোগী করে তোলাও এ দিবস উদযাপনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রেক্ষিতে দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় ও স্থানীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলঃ র‍্যালী, আলোচনা সভা, সেমিনার, শিশু চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, লিফলেট ও পোষ্টার মুদ্রণ ও প্রচার, ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার নিমিত্ত করণীয় বিষয়ে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহড়া আয়োজন, অগ্নিকান্ডে করণীয় বিষয়ে মহড়া, দুর্যোগ বিষয়ক প্রকাশিত পুস্তিকা ও সরঞ্জামাদি প্রদর্শন ইত্যাদি।

১৩ অক্টোবর, ২০১১ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচির পাশাপাশি দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশেষত: বিদ্যালয়গুলোতে র‍্যালী ও ভূমিকম্প সচেতনতা বিষয়ক মহড়া ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচি

র‍্যালী

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদযাপন উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর, ২০১১’ তারিখ সকাল ০৯:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালী। মহান ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গীকৃত বীর শহীদদের স্মরণে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র‍্যালীটি শুরু হয়। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি র‍্যালীটি উদ্বোধন করেন। তার নেতৃত্বে র‍্যালীটি দোয়েল চত্বর, কার্জন হল, হাইকোর্ট গেট, শিক্ষা ভবন, খাদ্য ভবন ও সচিবালয় সংলগ্ন সড়ক হয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন-এ এসে শেষ হয়।

চিত্র-১: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া র‍্যালীটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করছে

আলোচনা অনুষ্ঠান: আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১ উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সকাল ১০:০০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন UN Resident Co-ordinator Mr. Neil Walker. এতে সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এম আসলাম আলম।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সরকারের চলমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, ২০১১ সালের আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-এর মূল প্রতিপাদ্য ‘শিশু ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ, করতে পারে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন’ উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, পৃথিবীতে ৬.৫ মিলিয়ন শিশু প্রতি বছর দুর্যোগ আক্রান্ত হয়। যেহেতু শিশু ও যুবকরা দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেহেতু তাদেরকে দুর্যোগ হ্রাস ও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাতে গিয়ে এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে এ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে। তবেই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এবং এ দিবসটি পালন করা ফলপ্রসূ হবে। তিনি আরো বলেন যে, শিশুদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সরকার ভবিষ্যতে নিরাপদ ও দুর্যোগ সহিষ্ণু বাংলাদেশ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দিবসটি উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চিত্র-২: আলোচনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি, অতিথিবৃন্দ এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু-কিশোর

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-এর মহাপরিচালক, জনাব আহসান জাকির স্বাগত বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ভূমিকা এবং বিশেষত দ্রুত নগরায়নের ফলে দুর্যোগের ঝুঁকির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান আলোচক হিসাবে সিডিএমপির জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কর্মসূচি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নতুন কর্মকৌশলের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে যথাযথ পরিকল্পনা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্যোগকালীন মৃত্যু ও সম্পদ বিনষ্টের হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষতি আরও সীমিত করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি Mr. Neal Walker। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে আমাদের অঙ্গীকারকে নবায়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলম দুর্যোগ সহনশীল জাতি ও সমাজ গঠনে সরকারের প্রতিজ্ঞা পুনঃ ব্যক্ত করেন। তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার নিমিত্ত এ সকল কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান জানান।

স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচী

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১ যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী র‍্যালী, আলোচনা সভা, সেমিনার, শিশু চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া, অগ্নিনির্বাপক মহড়া ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত এই কর্মসূচির একটি চিত্র প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ঢাকা বিভাগ

১. রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক 'দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

চিত্র-৭: রাজবাড়ী জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

২. শেরপুর

শেরপুর জেলায় যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১১ উদযাপিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে র‍্যালী, আলোচনা অনুষ্ঠান ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স -এর সদস্যগণ ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদস্যগণ অগ্নিনির্বাপন মহড়া প্রদর্শন করেন।

চিত্র-৯: শেরপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩. ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলায় যথাযথ মর্যাদায় র‍্যালী, রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১০: ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৪. নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এ র‍্যালীতে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশ নেন। উপজেলা পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

চিত্র-৭: নারায়ণগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৫. গাজীপুর

গাজীপুর জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীটি শেষে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের সভাপতিত্বে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসব অনুষ্ঠানে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৭: গাজীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৬. নরসিংদী

নরসিংদী জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৭: নরসিংদী জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৭. টাঙ্গাইল

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপন উপলক্ষে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে শিশু চিত্রাংকন এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত পোস্টার জেলা ও উপজেলায় এনজিওদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার লাগানো হয়। সরকারি কর্মকর্তা, সর্বস্তরের জনগণ, সাংবাদিক, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে একটি র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উপজেলা পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

চিত্র-৭: টাঙ্গাইল জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৮. মাদারীপুর

মাদারীপুর জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালী, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্কুলে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

চিত্র-৭: মাদারীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৯. গোপালগঞ্জ

১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে গোপালগঞ্জে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এরপর জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জ-এর সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করা হয়।

চিত্র-১৬: গোপালগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১০. নেত্রকোনা

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপন উপলক্ষে নেত্রকোনা জেলায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে একটি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে জেলা প্রশাসকসহ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

চিত্র-১৭: নেত্রকোনা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১১. ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী, ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপক মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১৮: ফরিদপুর জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

১২. শরিয়তপুর

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে শরিয়তপুর জেলায় র‍্যালী, আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় দিবসটি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকসহ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষার্থীগণ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-১৯: শরীয়তপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

চট্টগ্রাম বিভাগ

১৩. চট্টগ্রাম

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চট্টগ্রাম 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলা ও প্রতিটি উপজেলায় র‍্যালী, আলোচনা সভা, ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় শহরের র‍্যালীতে জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-২০: চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১৪. কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে মহড়া ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র-২০: কক্সবাজার জেলায় অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে মহড়া

১৫. রাঙ্গামাটি

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২৩: মাঙ্গামাটি জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১৬. বান্দরবান

বান্দরবান জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী, সেমিনার ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। র‍্যালী ও সেমিনারে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে।

চিত্র-২৪: বান্দরবন জেলায় অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন

১৭. লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাসহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২৫: লক্ষ্মীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১৮. ফেনী

ফেনী জেলায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার, বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২৮: ফেনী জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

১৯. খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনাসভায় জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০.কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী, রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৩০: কুমিল্লা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

রাজশাহী বিভাগ

২১. রাজশাহী

রাজশাহীতে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৩১: রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা

২২. বগুড়া

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে বগুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্যোগ মোকাবেলার মানসিকতা গড়ে তুলতে সভাপতি সকলকে অনুরোধ করেন।

চিত্র-৩২: বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

২৩. নাটোর

নাটোর জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে র‍্যালী, আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, বিভিন্ন এনজিও এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৩৩: নাটোর জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা

২৪. জয়পুরহাট

জয়পুরহাট জেলায় র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত উক্ত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। র‍্যালী শেষে জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-৩৪: জয়পুরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত

২৫. সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৩৫: সিরাজগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা হতে শুরু করে জেলা প্রশাসনের চত্বর হয়ে হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় চত্বর পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় জেলা প্রশাসন চত্বরে এসে শেষ হয়। অতঃপর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে জনসচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

চিত্র-৩৬: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

২৭.পাবনা

পাবনাতে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী, মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন এনজিও সহায়তা প্রদান করে।

চিত্র-৩৭: পাবনা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

খুলনা বিভাগ

২৮. ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প হতে আত্মরক্ষার বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-৩৮: ঝিনাইদহ জেলায় অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার মহড়া

২৯. সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলায় ১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে থেকে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে এবং জেলাধীন সকল উপজেলায় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র-৩৯: সাতক্ষীরা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩০. মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী আলোচনা সভা ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।

চিত্র-৪০: মেহেরপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩১. মাগুরা

মাগুরা জেলায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় র‍্যালী, আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে।

চিত্র-৪১: মাগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩২. কুষ্টিয়া

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে জেলা প্রশাসন কর্তৃক র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩৩. যশোর

বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় যশোরে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং ফায়ারসার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিশু ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ, করতে পারে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন প্রতিপাদ্যের ওপর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্র-৪৩: যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান ও উদ্ধার দুর্যোগ মহড়া

৩৪. বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলায় র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৪৪: বাগেরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩৫. চুয়াডাঙ্গা

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী, মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, এনজিও কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৪৫: চুয়াডাংগা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

বরিশাল বিভাগ

৩৬. বরগুনা

বরগুনা জেলায় ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উপলক্ষে সকাল ১০টায় র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীতে এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, মাননীয় সংসদ সদস্য নেতৃত্ব দেন। জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ র‍্যালীতে অংশ নেন। র‍্যালীটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলা একাডেমীতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য প্রধান অতিথি হিসেবে এবং জেলা প্রশাসক সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন দুপুরে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে দিবসের উপর শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র-৪৬: বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩৭. ভোলা

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উপলক্ষে ভোলা জেলায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৪৭: ভোলা জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

৩৮. পিরোজপুর

পিরোজপুর জেলায় আলোচনা অনুষ্ঠান ও স্কুলে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়ার মাধ্যমে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ যথযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রতিটি দুর্যোগ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার শপথ নেয়া হয়।

চিত্র-৪৮: পিরোজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

৩৯. ঝালকাঠি

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১’ উদযাপন উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৪০. পটুয়াখালী

পটুয়াখালী জেলায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-৫০: পটুয়াখালী জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালী

সিলেট বিভাগ

৪১. সিলেট

সিলেট জেলায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ঐ দিন র‍্যালী, সেমিনার, ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উদযাপনে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও এনজিওদের কাছ থেকে সতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়া যায়। এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে জেলা প্রশাসন কর্তৃক র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৫১: সিলেট জেলায় অনুষ্ঠিত ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া

৪২. হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয় জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে ঐ দিন আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় আলোচকগণ দুর্যোগ প্রশমনে করণীয় এবং দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র-৫২: হবিগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত

৪৩. সুনামগঞ্জ

এ জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথভাবে পালন করা হয়। উক্ত দিবসে জেলা প্রশাসন কর্তৃক এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচন সভার আয়োজন করা হয়। এ জেলার বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এনজিও প্রতিনিধি ও সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে ব্যানার ও ফেষ্টুনসহ এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-৫৩: সুনামগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা

৪৪. মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৫৪: মৌলভীবাজার জেলায় অনুষ্ঠিত

রংপুর বিভাগ

৪৫. নীলফামারী

১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় সারাদেশের ন্যায় নীলফামারী জেলাতেও উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এছাড়াও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র-৫৫: নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা

৪৬. ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও জেলায় গত ১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবসের শুরুতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ প্রশমনে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয় এবং নির্দেশনা দেয়া হয়।

চিত্র-৫৬: ঠাকুরগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত র‌্যালী

৪৭. দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলায় যথাযযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত র‌্যালীতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে।

চিত্র-৫৭: দিনাজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‌্যালী

৪৮. রংপুর

রংপুর জেলায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত র‌্যালীতে জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৫৮: রংপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‌্যালী

৪৯. গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত র‌্যালীতে জেলা প্রশাসক, জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। র‌্যালী শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা এবং সকলকে সজাগ থাকতে অনুরোধ জানানো হয়।

৫০. লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলায় ১৩ অক্টোবর বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১' পালিত হয়। কালেক্টরের মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য র‌্যালী শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। র‌্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোখলেছুর রহমান সরকার। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব জাকির হোসেন। সভায় দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাস সাড়াদান কার্যক্রমের ওপর গৃহীত কার্যক্রম এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে কয়রা উপজেলায় জলোচ্ছ্বাস প্রস্তুতি মহড়া

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। সিডিএমপি -এর সহায়তায় অক্টোবরের ১৮ তারিখে ২০১১, খুলনার কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সিপিপি জলোচ্ছ্বাস প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করে। 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১১ উদযাপনের অংশ হিসেবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে জলোচ্ছ্বাসের বিপক্ষে প্রস্তুত করার জন্য এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) এর প্রায় ৫০০০ স্থানীয় সদস্য ১০০০ স্থানীয় স্বেচ্চাসেবকদের মাধ্যমে আগত একটি জলোচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। তারা গান, নাচ এবং নাটিকার মাধ্যমে স্থানীয়দের সচেতন করার চেষ্টা করেন।

চিত্র-৬১

চিত্র-৬২

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, অতিরিক্ত সচিব এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, সিডিএমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। কয়রার উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব জিএম মোহসিন রেজা, সিডিএমপির প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব পুজি পুজিওনো, সিপিপির পরিচালক প্রশাসন জনাব আব্দুল আহাদ এবং সিডিএমপি এর দুর্যোগ সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা শিষজ্ঞ জনাব আব্দুল লতিফ খান সেখানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। উক্ত মহড়ার সভাপতিত্ব করেন কয়রার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আব্দুল বাশার।

কয়রা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জলোচ্ছ্বাস 'আইলায়' ক্ষতিগ্রস্ত একটি অঞ্চল। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় খুলনার কয়রাসহ ৬টি নতুন উপজেলাকে সিপিপি -এর কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সিডিএমপি এই নতুন ৬টি উপজেলার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

উপসংহার: দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১১'। এই দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন দুর্যোগ এবং দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দেশের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস" পালিত হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকলের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশাবাদী।

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

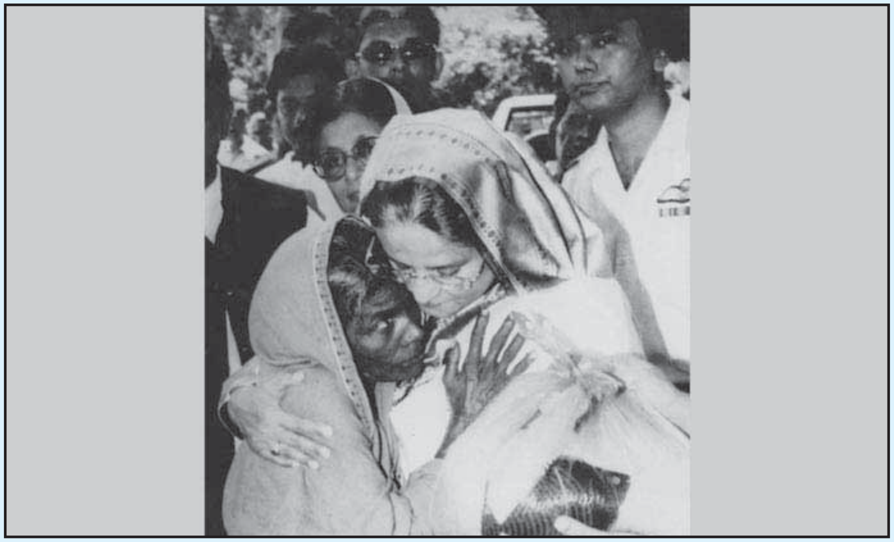

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদারীপুর জেলার, শিবচর সরকারি বরহাদগঞ্জ কলেজ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন (২১-০৮-১৯৯৮)

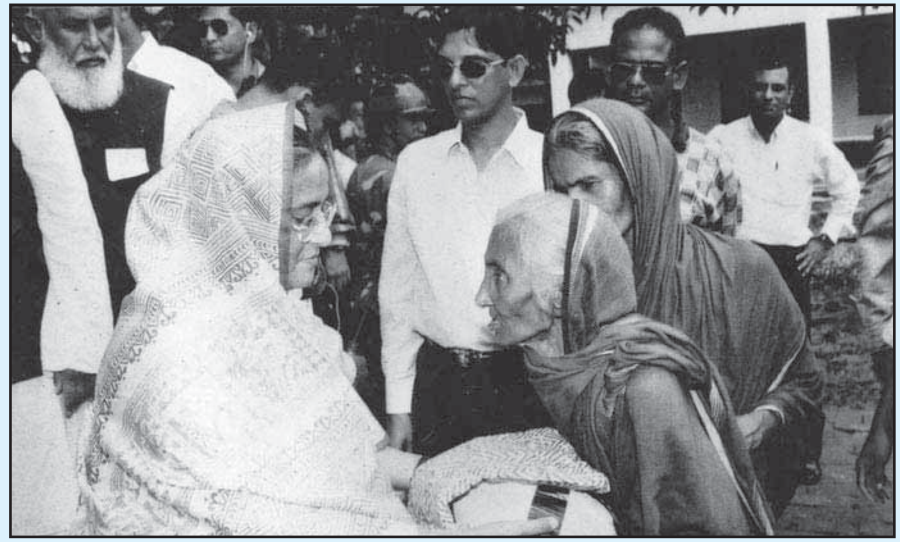

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী কলেজ মাঠে ত্রাণ বিতরণ করেন (২৫-০৮-১৯৯৮)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা জেলার দোহা জয়পাড়া মাঠে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন (৮-১০-১৯৯৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধান যন্ত্রপাতিসমূহের চাবি হস্তান্তর (১৫ ডিসেম্বর ২০১২)

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

০৯-১০-১২ তারিখে বিকেলে মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহ্মুদ কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া

ফটো : বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স

দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজ

ফটো : বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স

ঘূর্ণিঝড় আইলা পরবর্তী জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্থ জীবনযাত্রা
ফটো: দাকোপ খুলনা/জুলাই ২০০৯, সি ডি এম পি

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

এপ্রিল ১৯৯১-এ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে- ফটো: ডিফেন্স ভিসুয়াল ইনফরমেশন সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র

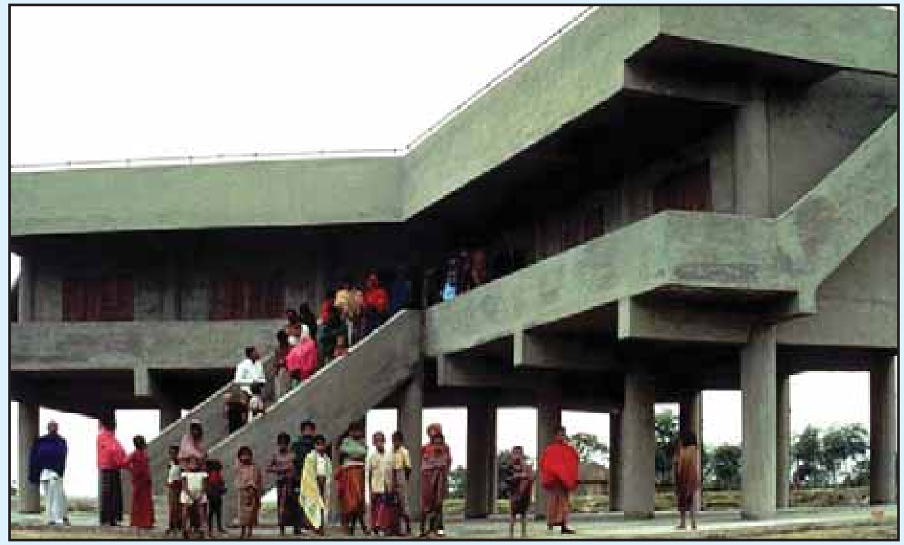

দুর্যোগকালীন আশ্রয়-এর জন্য সাইক্লোন শেল্টার ফটো: সি ডি এম পি

২০০৫ সালে গার্মেন্টস ভবন ধ্বংস, ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনী কর্তৃক উদ্ধার অভিযান-
ফটো: সংগৃহীত

দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রামের অবকাঠামো বাইনপাড়া, দাকোপ, খুলনা
ফটো: খুলনা/মার্চ ২০১২, সি ডি এম পি

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

নভেম্বর ২০০৭-এ প্রলয়ংকারী ট্রপিকাল সাইক্লোন সিডর-এ বধ্বস্ত উপকূলীয় জনপদ এর এরিয়াল ছবি *ফটো: ইউএসপিএসিওএম (USPACOM)*

সকলের অংশগ্রহণে গ্রাম রক্ষার্থে সড়ক ও কিল্লা নির্মাণ কার্যক্রম
ফটো: হরিরামপুর, ফরিদপুর/জুন ২০১২, সি ডি এম পি

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিকাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংরক্ষণ
ফটো: অ্যাকশন এইড

দুর্যোগ মোকাবেলার্থে গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম
ফটো: খুলনা/ডিসেম্বর ২০১১, সি ডি এম পি

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) মহড়া
ফটো: সিপিপি

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) মহড়া
ফটো: সিপিপি

অতিবৃষ্টি সৃষ্ট ভূমিধ্বসে সম্মিলিত উদ্ধার কার্যক্রম (জুন ২০১২)
ফটো: বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স

বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন-এ প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়
ফটো: শেহজাদ নুরানী/ব্রাক

দুর্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমন সম্পৃক্ত ফটো এ্যালবাম

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রহস্থ ভবনের একাংশ (বামে), ভূমিকম্পে হেলেপড়া বহুতল ভবন, চট্টগ্রাম (ডানে)
ফটো: ১. শামসুদ্দিন আহমেদ/ আইআরআইএন, ২. সংগৃহীত

প্রতিকূল পরিবেশে সুপেয় পানির সংস্থান করার প্রয়াস
ফটো: রামপাল, বাগেরহাট/ডিসেম্বর ২০১০, সি ডি এম পি

জলবায়ু সহিষ্ণু পানিতে ভাসমান কৃষি ও ফসল উৎপাদন
ফটো: গাইবান্ধা/আগস্ট ২০১০, সি ডি এম পি

স্কুলে পর্যায়ে সাইক্লোন সেন্টার পানি সরবরাহ কার্যক্রম
ফটো: সাতক্ষীরা/জানুয়ারি ২০১২, সি ডি এম পি